জুন ২০১৪, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২১

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

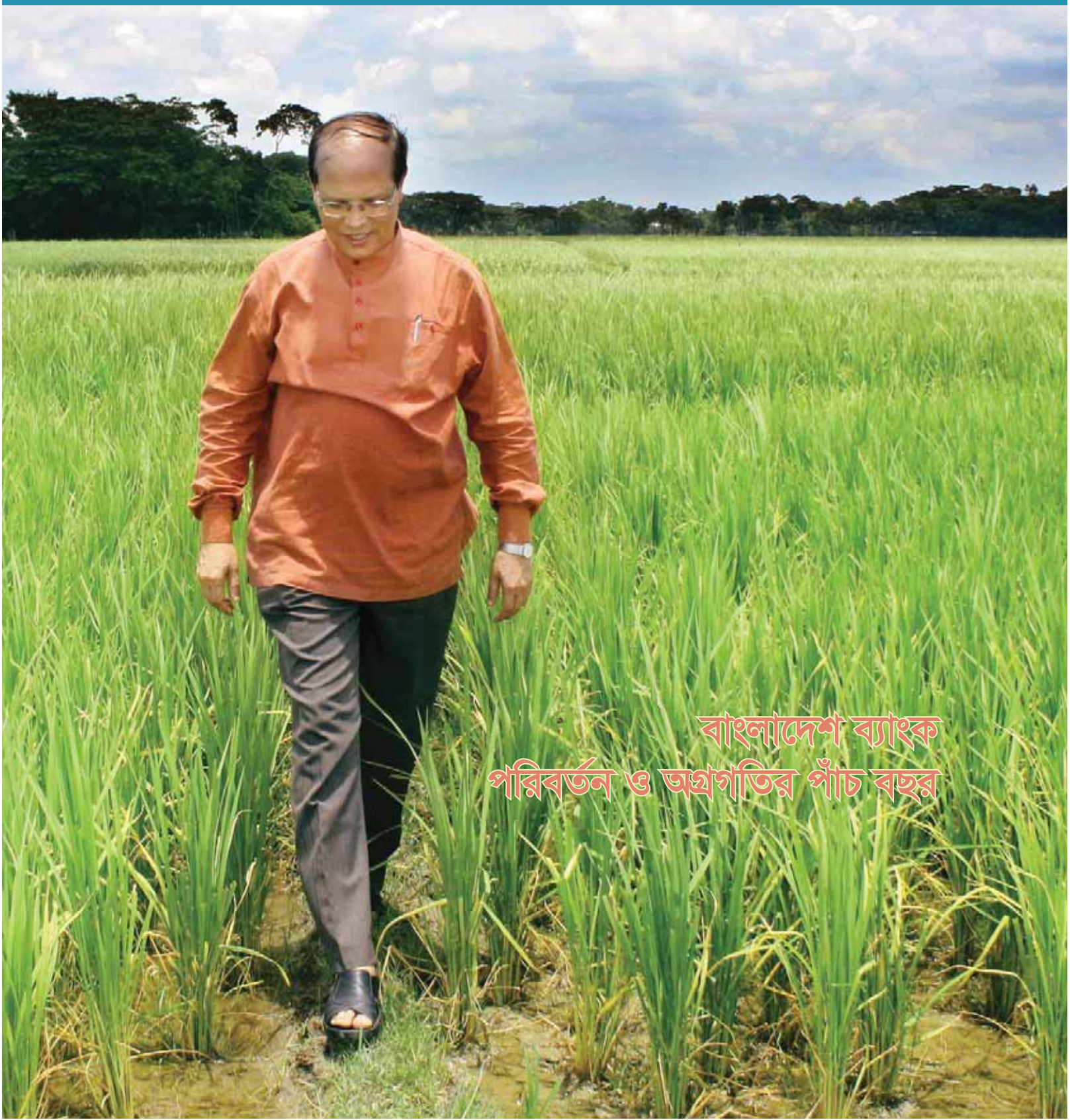

বাংলাদেশ ব্যাংক
পরিবর্তন ও অগ্রগতির পাঁচ বছর

তারিক হোসেন, ১৯৬৮ সালে তদানীন্তন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে যোগদান করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকে সকলের কাছে 'তারিক ভাই' নামেই তিনি বেশি পরিচিত ও সমাদৃত। তৎকালীন ব্যাংকিং কন্ট্রোল বিভাগ, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্টসহ বিভিন্ন বিভাগে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন এ কর্মকর্তা। এছাড়া ২০০১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাবের সভাপতি হিসেবেও তিনি সফল ভূমিকা রাখেন। ব্যাংক পরিক্রমার 'স্মৃতিময় দিন' ধারাবাহিকের এবারের অতিথি তারিক হোসেন, প্রাক্তন উপমহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  লিজা ফাহমিদা
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
  ইন্দ্রাণী হক
  বিশ্বজিত বসাক
- **প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা**
  ইসাবা ফারহীন
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান
- **গ্রাফিক্স**
  মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া

আপনার অবসর সময় সম্পর্কে জানতে চাই।

অবসর জীবন সম্পর্কে বলতে চাইলে আসলে একটু অতীতের কথা থেকে শুরু করতে হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে আমি গান লেখা ও সুর করার সাথে যুক্ত। বাংলা চলচ্চিত্রের প্রায় ৩০০ গানে সুর দিয়েছি। বিভিন্ন চলচ্চিত্রের জন্য গানও লিখেছি। বর্তমানে গান নিয়েই আছি। সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আনন্দের সাথে বেঁচে থাকার সাহস এবং শক্তি পাই আমি গানের মাঝে। এর পাশাপাশি আমি নাটকের স্ক্রিপ্ট লিখি।

প্রাক্তন উপমহাব্যবস্থাপক তারিক হোসেন

মুক্তিযুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বলুন।

রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের তিন বছর আগে আমি তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে যোগদান করি। আমার পোস্টিং ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রারম্ভেই মাতৃভূমির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করি। দেশে পৌঁছানোর আগের প্রতিটি মুহূর্তই ছিল রোমাঞ্চকর। প্রতিক্ষণে বিপদের ভয় আবার একই সাথে দেশের মাটিতে পা রাখার অবিস্মরণীয় অনুভূতি- এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় কেটেছে সবটুকু সময়।

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত অবস্থায় কোন বিশেষ স্মৃতি বলুন।

কাজের সুবাদে সৌভাগ্য হয়েছিল প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী স্যারের সংস্পর্শে আসার। রাশভারি মানুষ তিনি। কাজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত চৌকস এবং দায়িত্বশীল। একদিন জানলাম দিনের বেশ কিছু সময় তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান শোনেন। আর তা জেনে আমি খুবই আনন্দ পাই। কারণ আমি নিজেও সঙ্গীতের সাথে যুক্ত। এ অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছিলাম যে, কাজের ফাঁকে সাংস্কৃতিক চর্চায় কাজ হয়ে ওঠে আরও উপভোগ্য। একইসাথে ব্যাংকে দায়িত্ব পালনে আমাকে সহযোগিতার জন্য আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিখ্যাত অভিনেত্রী তরু মোস্তাফা আপনার সহধর্মিনী। দু'জনেই ব্যস্ত। সংসার এবং পরিবার এ দু'য়ের মাঝে কিভাবে আপনারা সমন্বয় করতেন ?

আমার তিন ছেলে। তারা এখন যে অবস্থানে রয়েছে তার পেছনে আমার স্ত্রীর ভূমিকাই বেশি। অভিনয়ের মত কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ কাজের সাথে জড়িত থাকার পরও আমার স্ত্রী সন্তানদের প্রতি পূর্ণ দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাবের সভাপতি হিসেবেও আপনি দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

মনের আনন্দেই আমি ক্লাবের কাজ করে গেছি। তবে ক্লাবের সভাপতি হিসেবে কাজ করার সময় আমার ইচ্ছা ছিল ক্লাবের কার্যক্রমকে জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত করার, যা করতে পারিনি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার জন্য আমি বর্তমান ক্লাব কর্মকর্তাদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সবশেষে বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত তরুণ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত অবস্থায় যখন সকলের সামনে কোনো কথা বলবেন, মনে রাখতে হবে আপনারা গভর্নরের প্রতিনিধি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্মান অক্ষুণ্ন রেখে প্রতিটি বাক্য উচ্চারণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। ধন্যবাদ।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

আপরাকা'র ১৯তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

এশিয়া-প্যাসিফিক রুরাল অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট অ্যাসোসিয়েশনের (APRACA) তিন দিনব্যাপী এক সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ মে ২০১৪ ১৯তম এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। সংগঠনের ভাইস চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আপরাকা'র চেয়ারম্যান কিম বাডা ও সেক্রেটারি জেনারেল ওন সিক নো বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে বাংলাদেশ ছাড়াও আপরাকা'র ১৭টি সদস্য দেশ এবং দুটি পর্যবেক্ষক দেশ থেকে মোট ১১০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

১৯তম আপরাকা'র সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

সম্মেলনে ড. আতিউর রহমান বলেন, বর্তমানে আমাদের ব্যাংকগুলো কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ অনেক বাড়িয়েছে। এর সুফলও আসতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক সময়ের বৈশ্বিক মন্দা নতুন চ্যালেঞ্জ সামনে নিয়ে এসেছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৃষির প্রচলিত ও অপ্রচলিত উভয় খাতে অর্থায়ন বাড়ানোর মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে শক্তিশালী করতে হবে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির দিক দিয়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় উল্লেখ করে গভর্নর আরও বলেন, গত চার দশকে এ অঞ্চলে কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং কৃষি বাণিজ্য ব্যাপক হারে সম্প্রসারিত হয়েছে। এর পরও টেকসই অর্থনীতির জন্য কৃষি ও গ্রামীণ অর্থায়নকে ব্যাংকিং খাতের অন্যতম মূল কর্মকাণ্ড হিসেবে গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষি অর্থায়নকে শিল্প, বাণিজ্য এবং সেবা খাতের সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে টেকসই অর্থনীতির জন্য কৃষি ও গ্রামীণ কর্মকাণ্ডে ব্যাংকিং অর্থায়ন বাড়ানোর প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

উল্লেখ্য যে, এবারের সাধারণ অধিবেশনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী আপরাকা'র চেয়ারম্যান পদে মনোনীত হয়েছেন। আগামী দুই বছরের জন্য তিনি এ পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আপরাকা'র ২১টি সদস্য দেশের মোট ৬৮টি কৃষি ও গ্রামীণ অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান এর সদস্যভুক্ত প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ব্যাংক, বেসরকারি সংস্থা আশা, পিকেএসএফ, মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এবং ব্র্যাক এর সদস্যভুক্ত সংগঠন। সম্মেলনে ভুটান, কম্বোডিয়া, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জাপান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, লাওস, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, উজবেকিস্তান, ভিয়েতনাম, মোজাম্বিক ও নাইজেরিয়ার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

গভর্নরের সাথে ইআরএফ কার্যকরী কমিটির সৌজন্য সাক্ষাৎ

ইকনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এর কার্যকরী কমিটির নব নির্বাচিত সদস্যগণ ১৫ মে ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তারা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা এবং অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এবং চিফ ইকোনমিস্টসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন

আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী ও ভারতের CICTAB (Center for International Cooperation and Training in Agricultural Banking) এবং মিল্কভিটার যৌথ উদ্যোগে 'Agricultural Financing and Rural Development' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স ২-৬ মার্চ ২০১৪ বিবিটিএ'তে অনুষ্ঠিত হয়।

বিবিটিএ'র নির্বাহী পরিচালক মোঃ আতাউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে কোর্সটি উদ্বোধন করেন এবং নির্বাহী পরিচালক এস.এম. মনিরুজ্জামান সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল আউয়াল সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে CICTAB এর কনসালটেন্ট ড. ডি. রাভি এবং মিল্কভিটার প্রতিনিধি মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এ কোর্সে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও নেপাল থেকে আটজনসহ মোট ২৮জন দেশি ও বিদেশি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সমবায় অধিদপ্তর, গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, পিকেএসএফ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকদের পাশাপাশি ভারতের দুইজন বিশেষজ্ঞ বক্তা এ কোর্সের সেশনসমূহ পরিচালনা করেন।

পাঁচদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্য রাখছেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আতাউর রহমান

মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ব্যাংক শাখার উদ্যোগে জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ১৭ এপ্রিল ২০১৪ এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের সভাপতি হাবিবুর রহমান তালুকদার। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক সহিদুল আলম আকন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক নওশাদ আলী চৌধুরী এবং নির্মল চন্দ্র ভক্ত। সভায় অংশ নেন আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রোকন উদ্দিন পাঠান, মহাব্যবস্থাপক মোঃ ইস্কান্দার মিয়া ও মোঃ নাসিরুজ্জামান, বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন সিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক মোঃ মঞ্জুরুল হক এবং বঙ্গবন্ধু পরিষদ বাংলাদেশ ব্যাংক শাখার সাধারণ সম্পাদক এইচএম দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সভায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে নবগঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক শাখা কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফেরদৌস আলম।

সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন নির্বাহী পরিচালক নওশাদ আলী চৌধুরী

নেদারল্যান্ড প্রতিনিধি দলের সাথে সভা

প্রবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থ কিভাবে দেশের নতুন-পুরাতন ও প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা যায় সে বিষয়ে নেদারল্যান্ড ভিত্তিক OXFAM Novib ও BASUG (Diaspaora & Development) এর প্রতিনিধিদল সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন।

OXFAM Novib এর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Arie Schuurmans, Alvicilia Pereira Praia, Ismail Awil এবং Wim Stoffens। অন্যদিকে, BASUG (Diaspaora & Development) এর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. আহমেদ জিয়াউদ্দিন, বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া এবং মুহম্মদ জাহাঙ্গীর। সভায় OXFAM Novib ও BASUG (Diaspaora & Development) এর প্রতিনিধিদল জানান যে, বাংলাদেশি প্রবাসীদের দেশে বিনিয়োগে প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাসযোগ্য একটি প্লাটফর্মের অভাবে সেটি সম্ভব হচ্ছে না। আবার দেশে প্রচুর উদ্যোক্তা আছেন যারা অর্থের অভাবে ব্যবসা ও উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে পারছেন না।

এই বিশ্বাসযোগ্য প্লাটফর্মের দায়িত্বটি পালন করতে প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুরোধ জানান। এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে দেশে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত এনআরবি ব্যাংকগুলো এই প্লাটফর্মের দায়িত্বটি সঠিকভাবে পালন করতে পারে বলে এসএমই এন্ড এসপিডি'র মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাছুম পাটোয়ারী অভিমত ব্যক্ত করেন।

সভায় উপস্থিত ডিসিসিআইয়ের প্রতিনিধিগণ নেদারল্যান্ড ভিত্তিক OXFAM Novib ও BASUG (Diaspaora & Development) এর প্রতিনিধিদলকে এ ধরনের উদ্যোগ নেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং এ ধরনের উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

চট্টগ্রাম অফিস

চিত্রাঙ্কন ও হাতের লেখা প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড, চট্টগ্রামের উদ্যোগে ২৯ মার্চ ২০১৪ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে শিশুকিশোর চিত্রাঙ্কন ও হাতের লেখা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম। কমান্ডের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে নির্বাহী পরিচালক প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নরকে ক্রেস্ট প্রদান করেন

মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া, কমান্ডের সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকাশ চন্দ্র বড়ুয়া, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ঢাকা কমান্ডের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান রাজীব এবং চট্টগ্রাম অফিসের ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক রাহেনা বেগম।

অভিষেক ও বার্ষিক প্রীতিভোজ

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন (ক্যাশ) চট্টগ্রামের নবনির্বাচিত পরিষদের অভিষেক ও বার্ষিক প্রীতিভোজ ২২ এপ্রিল ২০১৪ ব্যাংকের নতুন ভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক রাহেনা বেগম ও উপমহাব্যবস্থাপক (ক্যাশ) অমিয় সরকার। সভাপতিত্ব

নবগঠিত পরিষদের সদস্যদের সাথে নির্বাহী পরিচালক

করেন বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন (ক্যাশ) চট্টগ্রামের নবনির্বাচিত পরিষদের সভাপতি আবদুর রহিম। উল্লেখ্য, অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের ২০১৪ সালের কার্যকরী পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা হলেন- সভাপতি আবদুর রহিম, সহসভাপতি নজির আহমদ ও অলক কুমার দাশ, সম্পাদক মোঃ বিল্লাল হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক এ বি এম গোলাম ছারওয়ার ও অরবিন্দ দাশ, কোষাধ্যক্ষ আবদুর রশিদ, সহকারী কোষাধ্যক্ষ থোয়াই চিং উ মারমা। সদস্যরা হলেন- মোঃ মামুনুর রহিম, হুমায়ুন কবির চৌধুরী, সৈয়দ ওয়ালিউর রহমান, মজিবুর রহমান, মোহাম্মদ রাসেল খান, আবু ছালেহ মোঃ মুছা ও এহেসানুল হক চৌধুরী।

রাজশাহী অফিস

কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও এর বাস্তবায়ন শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা ৩০ মার্চ ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক মহাঃ নাজিমুদ্দিন এবং মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগের মহাব্যবস্থাপক প্রভাষ চন্দ্র মল্লিক। সভায় প্রথম পর্বে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ এবং দ্বিতীয় পর্বে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা এবং বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এ ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা বা মতামত থাকলে উপস্থাপনের জন্য তিনি ব্যাংক প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রশিক্ষণ সংবাদ

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) কর্তৃক আয়োজিত 'International Trade Payment and Finance' শীর্ষক পাঁচদিন ব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কোর্স ৬-১০ এপ্রিল ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। সভাপতিত্ব করেন বিআইবিএম'র অধ্যাপক ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ড. শাহ মোঃ আহসান হাবীব। অনুষ্ঠানে রাজশাহী অফিসের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ ও বিভিন্ন ব্যাংকের স্থানীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের ৫৬ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

খুলনা অফিস

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার বিজয়ী খুলনা অফিসের তিনজন প্রতিযোগীকে পুরস্কার দেয়া হয় ৩ এপ্রিল ২০১৪। প্রধান কার্যালয়ের হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টের নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিম। মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগীর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে অফিসের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, বিজয়ী শিল্পীদের অভিভাবক-কমণ্ডলী এবং অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে পুরস্কারপ্রাপ্ত তানজিম জামী সুবর্ণ, জান্নাতুল ফেরদৌস ও মেহজাবিন আইয়ুব

জনসচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক সেমিনার

জনসচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক সেমিনারে ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) এর আয়োজনে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের ব্যবস্থাপনায় Raising Public Awareness Against Fake Notes শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ এপ্রিল ২০১৪ অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী এ সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বিআইবিএমের নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিম। আলোচক হিসেবে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের খুলনা বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোস্তফা জালাল উদ্দীন আহমেদ, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোঃ মাহবুব হাকিম এবং Excellent Corporation এর প্রেসিডেন্ট মোঃ জালাল উদ্দীন। এছাড়া সেমিনারে উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ মতামত প্রদান করেন।

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা বিষয়ক সেমিনার

প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগের আয়োজনে এবং খুলনা অফিসের ব্যবস্থাপনায় ২৩ মার্চ ২০১৪ খুলনা অফিসের কনফারেন্স হলে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও এর বাস্তবায়ন বিষয়ক দিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দুইটি সেশনে পরিচালিত এই সেমিনারে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মোট ১৪৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। মুখ্য আলোচক ছিলেন কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগের মহাব্যবস্থাপক প্রভাষ চন্দ্র মল্লিক।

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ

কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর আয়োজনে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের ব্যবস্থাপনায় ৩০-৩১ মার্চ ২০১৪ মেয়াদে খুলনা অফিসের কনফারেন্স রুমে CIB Business Rules & Online Systems শীর্ষক একদিনের দু'টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ৪০টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মোট ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। ৩০ মার্চ খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিম কর্মশালার উদ্বোধন করেন। সভাপতিত্ব করেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী। প্রশিক্ষণার্থীদের সিআইবি রিপোর্টিং বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন বিবিটিএ'র যুগ্ম পরিচালক মোঃ শামসুর রহমান।

CIB Business Rules & Online Systems শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

সিলেটে স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে ৩ মে ২০১৪ সিলেটে ৫ম স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কনফারেন্সের উদ্বোধন করেন। কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া, স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ আমিনুল হক ভূঁইয়া। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক আবুল মনসুর আহমদ।

স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স উপলক্ষে স্কুল ব্যাংকিং মেলার আয়োজন করা হয়। সিলেট নগরীর ৪৭টি স্কুল এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। ডেপুটি গভর্নর মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টলগুলো ঘুরে দেখেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী বলেন, স্কুল ব্যাংকিং ব্যতিক্রমী ধরনের ব্যাংকিং যার মাধ্যমে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে উঠবে। শৈশব থেকে আর্থিক সেবার সাথে সম্পৃক্ততা, আর্থিক শিক্ষার প্রসার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার চেষ্টা চলছে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে পাঠ্যক্রমে স্কুল ব্যাংকিং অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে। ডেপুটি গভর্নর জানান, এ পর্যন্ত অভাবনীয় সাড়া মিলেছে স্কুল ব্যাংকিংয়ে। মাত্র দুই বছরের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ৩ লক্ষ ৬৬ হাজারের বেশি হিসাব খোলা হয়েছে এবং জমা টাকার পরিমাণ ৩৭০ কোটি টাকার ওপরে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক মাসুম কামাল ভূঁইয়া বলেন, দেশে আর্থিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনসংখ্যা বাড়াতে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। স্কুল ব্যাংকিংয়ের ফলে শিশুর মনে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ আমিনুল হক ভূঁইয়া বলেন, স্কুল ব্যাংকিংয়ের ফলে ছোটবেলা থেকে সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে উঠবে এবং শিশুরা সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারবে।

স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স উদ্‌যাপন কমিটির সদস্য সচিব ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, স্কুলে পড়াকালে শিক্ষার্থীদের ব্যাংকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম। এটি ব্যাংকিং জগতে যুগান্তকারী ব্যবস্থা।

মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে সকল ব্যাংকের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম সফল হয়েছে। ৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা ১০০ টাকা দিয়ে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে। এ হিসাব পরিচালনার জন্য তাদের কোনো সার্ভিস চার্জ দিতে হবে না।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের পক্ষে বক্তব্য রাখে বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী ফারহানা আক্তার। ফারহানা তার বক্তব্যে উল্লেখ করে, আগে ধারণা ছিল সমাজে যারা ধনী লোক তারাই ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারে। এখন তারাও বড়দের মতো ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে, ইচ্ছামত টাকা জমা রাখতে পারবে। এ সুযোগ করে দেয়ার জন্য ফারহানা গভর্নরসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমানের সঞ্চালনায় কনফারেন্সে আগত শিক্ষার্থীদের জন্য এক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্স শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী সিলেটে স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্সের উদ্বোধন করেন

> পাঁচ বছরে আমি যেসব দেশহিতৈষী কাজ হাতে নিয়েছি, সেগুলো রূপায়ণে বাংলাদেশ ব্যাংকের মেধা ও দক্ষতাসমৃদ্ধ জনবল নিবিড়ভাবে যুক্ত।
>
> *– গভর্নর*
> *বাংলাদেশ ব্যাংক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের দশম গভর্নর হিসেবে ৩ মে ২০০৯ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন খ্যাতনামা উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ও গবেষক ড. আতিউর রহমান। গভর্নর হিসেবে তাঁর পাঁচ বছরের কর্মকাল পূর্ণ হলো গত ৩ মে ২০১৪। 'বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা'-কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে গভর্নর ড. আতিউর রহমান খোলাখুলিভাবে বলেন তাঁর পাঁচ বছরের কর্মকালে বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যাংকিং খাতে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও উন্নয়নের কথা। পরিক্রমা নিউজ ডেস্কের সহযোগিতায় সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন গভর্নর সচিবালয়ের যুগ্মপরিচালক মোঃ নাজিম উদ্দিন।

সম্প্রতি গভর্নর হিসেবে আপনার পাঁচ বছর কর্মকাল পূর্ণ হলো। আপনার অনুভূতি কি ?

এজন্যে আমি প্রথমেই মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পাঁচ বছর আগে সরকার আমাকে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালনার দায়িত্ব দেন। এই গুরুদায়িত্ব পালনে আমার ওপর আস্থা রাখার জন্যে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমার কর্মকাল দীর্ঘায়িত করার পেছনে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবদানও কম নয়। এই পাঁচ বছরে আমি যেসব দেশহিতৈষী কাজ হাতে নিয়েছি, সেগুলো রূপায়ণে বাংলাদেশ ব্যাংকের মেধা ও দক্ষতাসমৃদ্ধ জনবল নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকেছে। তাদের সহযোগিতা ও নিরলস শ্রমের কারণেই আমি এতদূর আসতে পেরেছি।

পাঁচ বছর আগে বাংলাদেশ ব্যাংককে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছেন তার কতটুকু অর্জন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন ?

নিজের নেতৃত্বের সাফল্যের বয়ান আমি করতে যাব না। শুধু আমার নেয়া বিভিন্নমুখী উদ্যোগের প্রধান প্রধান দিকগুলো উল্লেখ করবো, যাতে অন্যেরা সাফল্যের মূল্যায়ন করতে পারেন। যোগদানের পরই আমি বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি দূরদর্শী ও আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রূপান্তর করার লক্ষ্যে এখানকার শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি পাঁচ বছর মেয়াদি (২০১০-১৪) কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করি। সেখানে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, সামাজিক দায়বোধ সম্পন্ন অর্থায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ আর্থিক খাত গড়ার ওপর জোর দিয়ে ১৭টি কৌশল নির্ধারণ করি। এখন বলতেই পারি, সমাজের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর এগিয়ে যাবার পথে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিকে দ্রুত দারিদ্র্যমোচন ও ক্রমসমৃদ্ধির টেকসই ধারায় প্রতিষ্ঠা করার জাতীয় লক্ষ্যার্জনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রা ও ঋণনীতি সহায়ক ভূমিকা নিচ্ছে। দেশের আর্থিক খাতও সামাজিক দায়বোধ প্রণোদিত অর্থায়নে ভূমিকা পালন করছে। গভর্নর হিসেবে এই দু'টি দিকেই আমি বিশেষ জোর দিয়েছি। দেশব্যাপী মোবাইল ব্যাংকিং সেবার দ্রুত বিস্তার; নামমাত্র জমায় এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ স্বল্পবিত্ত গ্রাহকের নামে নতুন ব্যাংক হিসাব খোলা; বর্গাচাষিদের জন্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষি ঋণ যোগান; পরিবেশবান্ধব উৎপাদন প্রযুক্তি অবলম্বন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের অর্থায়নের ক্রমপ্রবৃদ্ধিতে এখন বিপুল কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এসব নানামুখী উদ্যোগে সহায়তার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে এবং সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতে তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের উদ্যোগও হাতে নিতে হয়েছে। উন্নয়ন সহায়ক এসব উদ্যোগের পাশাপাশি মুদ্রানীতি ও আর্থিক খাত তত্ত্বাবধান কাঠামোতেও বেশকিছু নতুন ধারা আনা হয়েছে। মুদ্রানীতি প্রণয়নে বিশেষজ্ঞ ও স্টেকহোল্ডার মহলগুলোর সঙ্গে আলোচনা এখন প্রথাগত করা হয়েছে। আশা করি, বহুমাত্রিক এসব উদ্যোগের সাফল্যের মূল্যায়ন হবে আর্থিক খাত এবং সামগ্রিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতির ধারা থেকে।

'সাফল্যের বয়ান আমি করতে যাব না'– গভর্নর ড. আতিউর রহমান

এই পাঁচ বছরে সামগ্রিক অর্থনীতি ও ব্যাংকিং খাতে কী ধরনের পরিবর্তন ও উন্নয়ন হয়েছে ?

এই পাঁচ বছরে দেশের অর্থনীতির অধিকাংশ সূচকের বড় ধরনের উল্লম্ফন ঘটেছে। এমনকি বৈশ্বিক মন্দা ও দেশীয় রাজনৈতিক-সামাজিক অস্থিরতার মধ্যেও দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন চাকা থমকে দাঁড়ায়নি। ব্যাংকিং খাতেও এসেছে অভাবনীয় পরিবর্তন। গত পাঁচ অর্থবছরে গড়ে ৬.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। রেমিট্যান্স এসেছে গড়ে ১২.৪৯ বিলিয়ন ডলার। পাঁচ বছর আগে রেমিট্যান্স এসেছিল ৯.৬৯ বিলিয়ন ডলার, সেখানে গত অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছে ১৪.৪৬ বিলিয়ন ডলার। রেমিট্যান্স খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ। আমদানি ব্যয় ২২.৫১ বিলিয়ন ডলার থেকে ৩৩.৯৭ বিলিয়ন ডলারে এবং রপ্তানি আয় ১৫.৬৫ বিলিয়ন ডলার থেকে ২৭.০৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ৭৩ শতাংশ। রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে রপ্তানি আয় হয়েছে ২৪.৬৫ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১২.৮৮ শতাংশ বেশি। এটি অর্থনীতির জন্যে স্বস্তিদায়ক। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৬.৫১ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০.৩৭ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। পাঁচ বছরে রিজার্ভ বেড়েছে ২১৩ শতাংশ। রিজার্ভের দিক থেকে

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পরেই এখন বাংলাদেশের স্থান। রিজার্ভ বাড়ায় টাকার মূল্যমান ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সতর্ক কৌশলের কারণে মূল্যস্ফীতির হারও ধারাবাহিকভাবে কমছে। চলতি অর্থবছরের এপ্রিল শেষে গড় বার্ষিক ও পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭.৪৭ ও ৭.৪৬ শতাংশ। চলতি হিসাবে বড় ধরনের উদ্বৃত্ত ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। গত অর্থবছর শেষে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত ছিল ২.৫৩ বিলিয়ন ডলার। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) উদ্বৃত্ত রয়েছে ১.৫২ ডলার। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যার চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত রয়েছে। মাথাপিছু জাতীয় আয় দেড়গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৪৪ ডলার। অর্থাৎ আমরা (নিম্নতর) মধ্যম আয়ের অর্থনীতির পর্যায়ভুক্ত হবার আয়সীমা অতিক্রম করেছি।

শুধু সামগ্রিক অর্থনীতি নয়, ব্যাংকিং খাতও স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির ধারাতেই রয়েছে। সামগ্রিক মূল্যায়নে এই খাতের অবস্থানকে আমি ভালো বলবো। গত পাঁচ বছরে ব্যাংকিং খাতের মূলধন বুনিয়াদের প্রসার হয়েছে ২১৭ শতাংশ বা ৪৪,৬১৩ কোটি টাকা, যার ভিত্তিতে ব্যাংকগুলো উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী মহলের চলতি ও মূলধনের অর্থায়ন যোগান দিচ্ছে। এখন তারল্য সঙ্কুলানে কোনো সঙ্কট নেই। ব্যাংকিং সম্পদও অনেক বেড়েছে। ব্যাংকিং সম্পদের দিক থেকে ভারতের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। ভারতে ব্যাংকিং সম্পদের পরিমাণ তাদের জিডিপি'র ৮৫ শতাংশ। বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার ৫০ শতাংশ। মোট আমানতের পরিমাণ ২.৪৫ গুণ ও ঋণের পরিমাণ ২.২৮ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬৩৫০ ও ৪৬১৭ বিলিয়ন টাকা। ব্যাংকিং খাতে শ্রেণিকৃত ঋণের হার ডিসেম্বর ২০১৩ প্রান্তিকে ছিল ৮.৯৩ শতাংশ। নীট খেলাপি ঋণ ২ শতাংশ। তার মানে মোট খেলাপি ঋণের ৯৮ শতাংশই প্রভিশনিং করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা দুর্বলতা দূর করার জন্যে সুনির্দিষ্ট জবাবদিহিতাসম্পন্ন কর্পোরেট সুশাসন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয় সুসমন্বিত উদ্যোগ নিয়েছে। এ ব্যাংকগুলোর মূলধন ঘাটতি পূরণের জন্যে সরকার ৪১০০ কোটি টাকা বরাদ্দও দিয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদনে আর্থিক খাতের প্রত্যক্ষ অবদান ১.৭ থেকে বেড়ে ২.১ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ এই অবদানের চেয়ে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে অর্থায়নের মাধ্যমে উৎপাদন সহায়তায় পরোক্ষ অবদানটি অনেক বড়। যদিও এটি সহজে পরিমাপ্য নয়।

'ব্যাংকিং খাত শক্তিশালীকরণে আগামী পাঁচ বছরের (২০১৫-১৯) জন্যে আমরা কৌশল ঠিক করবো'

আপনি মানবিক গভর্নর, গ্রিন গভর্নর উপাধি পেয়েছেন। আপনার কোন্ কোন্ কার্যক্রম আপনাকে এই অর্জন এনে দিয়েছে ?

দরিদ্রবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমি বাংলাদেশ ব্যাংককে সবসময়ই একটি অংশগ্রহণমূলক, মানবিক ও জনহিতৈষী বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করতে চেয়েছি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রচলিত ধারার ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি যারা ব্যাংকিং সেবা পায় না তাদেরকেও আর্থিক সেবার আওতায় আনতে চেয়েছি। ব্যাংকিং সেবাবহির্ভূত জনগণের দোরগোড়ায় আর্থিক সেবা পৌঁছানো, সামাজিক ও পরিবেশগত দায়বোধ সম্পন্ন অর্থায়ন ও গ্রিন ব্যাংকিংয়ের মতো নতুন ধারার ব্যাংকিং কার্যক্রমে দেশি-বিদেশি সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সমগ্র আর্থিক খাতকে শামিল করেছি। দেশের ব্যাংকিং খাতকে মানবিক করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণসহ এসব কার্যক্রমের সূচনা ঘটাতে গত পাঁচ বছর আমি ঢাকার বাইরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে শতাধিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছি। দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভা, সেমিনারেও জোরালো আহ্বান জানিয়েছি। প্রাকৃতিক ও মানবিক বিপর্যয় মোকাবেলায় এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া দুর্বল জনগোষ্ঠীর অগ্রযাত্রার সুযোগ বিকাশে ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের মূলধারায় সিএসআর'কে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছি। ব্যাংকিং সেবা সম্পর্কে গ্রাহকদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে 'গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র' স্থাপন এবং একটি হটলাইন নম্বর '১৬২৩৬' চালু করেছি। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় গ্রিন ব্যাংকিং ধারণা প্রবর্তনে দিক-নির্দেশনামূলক নীতিমালা জারি, পরিবেশবান্ধব অর্থায়নযোগ্য খাতে ২০০ কোটি টাকার একটি এবং এনার্জি এফিসিয়েন্ট ইটভাটা স্থাপনে ৪০০ কোটি টাকার আরেকটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছি। গ্রিন ব্যাংকিংয়ের নীতি-কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সিএসআর কার্যক্রম তদারকি এবং মানবিক ব্যাংকিং ধারণার প্রসারে 'গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট' খুলেছি। হয়তো এসব কাজের জন্যেই স্বীকৃতিগুলো এসেছে। তবে শুধু গভর্নর নয়, এসব স্বীকৃতি বাংলাদেশ ব্যাংকেরই প্রাপ্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি, বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় অগ্রগামিতার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১২ সালে কাতারে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনে অংশ নেয়া বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর, ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ ও গবেষকগণ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে 'গ্রিন গভর্নর' সম্মানে ভূষিত করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যাংকিং খাত ডিজিটাইজেশন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়নে সহায়তা করছে। এ বিষয়ে আপনার মতামত কি ?

গভর্নর পদে দায়িত্ব নেবার পর থেকেই আমি সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার রূপকল্প বাস্তবায়নে জোরালো সহায়ক ভূমিকা নিই। শুরুতেই বাংলাদেশ ব্যাংক এবং দেশের আর্থিক খাতে তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো গড়ে তোলার দিকে নজর দিই। সুখের কথা, সকলের সহযোগিতায় এ ক্ষেত্রে এখন অভাবনীয় পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। বাংলাদেশ ব্যাংক তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক দূর এগিয়ে আছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং কার্যক্রম, তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ, নিয়োগ, টেন্ডার, এক্সেস কন্ট্রোল সবই হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে। এজন্যে নিজস্ব উদ্যোগে প্রায় একশো সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশের ব্যাংকিং

ব্যবস্থাকেও সম্পূর্ণ ডিজিটাইজড করতে বাংলাদেশ ব্যাংক হাতে নিয়েছে নানা কার্যক্রম। বর্তমানে দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ ব্যাংক সম্পূর্ণ অনলাইন সেবা এবং বাকি ব্যাংকগুলো আংশিকভাবে দিচ্ছে। অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ ও ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক চালুর মাধ্যমে দেশে একটি প্রযুক্তিনির্ভর ও নিরাপদ পেমেন্ট সিস্টেম গড়ে তোলা হয়েছে। ব্যাংকিং লেনদেনে গতি বাড়াতে রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (RTGS) সিস্টেম বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। ঋণ মঞ্জুরি প্রক্রিয়ায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে অনলাইন সিআইবি সেবা চালু করা হয়েছে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দ্রুত টাকা পাঠাতে চালু করা হয়েছে মোবাইল ব্যাংকিং। ইউটিলিটি বিল, রেলের টিকেট কেনা, বেতন-ভাতা প্রদান; কেনাকাটা এসব সেবাও পাওয়া যাচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে। ই-কমার্সের মাধ্যমে ঘরে বসেই জিনিস কেনাবেচা শুরু হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যাংকিং ও ই-কমার্স প্রসারে স্থাপন করা হয়েছে ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্যে 'goAML' সফট্ওয়্যার চালু করা হয়েছে। ডিজিটাইজেশনের পথে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত তথ্যপ্রযুক্তির এই নানামুখী উন্নয়ন দেশের আর্থিক খাতের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল, স্বচ্ছ এবং জনকল্যাণমুখী করেছে বলে আমি মনে করি। সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ কার্যক্রমগুলো মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে। দেশের আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যপ্রযুক্তির এ অভিযাত্রা আগামী দিনগুলোতে আরো বেগবান হবে বলে আমি আশা করছি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নে যেসব বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগী আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়েছেন আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রায়ও তাদেরকে পাশে থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি।

আগামী পাঁচ বছরে ব্যাংকিং খাত শক্তিশালীকরণে আপনি কী কী বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন ?

শিগগিরই আমরা আগামী পাঁচ বছরের (২০১৫-১৯) জন্যে কৌশল ঠিক করবো। সেখানে ব্যাংকিং খাত শক্তিশালীকরণে অবশ্যই সুপারভিশনের ওপর জোর দেয়া হবে। পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে নতুন আঙ্গিকে সাজানো, কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আরো সামাজিক ও মানবিক করে তোলার ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে। গত পাঁচ বছরে অনেক সাফল্য থাকা সত্ত্বেও হলমার্ক, বিসমিল্লাহ্ কেলেঙ্কারি ও বেসিক ব্যাংকের ঋণ জালিয়াতি ও অনিয়মের ঘটনা ব্যাংকিং খাতে কাঁটা হয়ে বিধে আছে। যদিও ঋণ জালিয়াতির এসব ঘটনা মূলত বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশনের চলমান কার্যক্রম থেকেই উদ্ঘাটিত হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেজন্যে সব ধরনের প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা আমরা ইতোমধ্যে নিয়েছি। এই ধারা অব্যাহত থাকবে। ব্যাংকগুলোতে সুশাসন নিশ্চিত করা হবে। সুস্পষ্ট দায়িত্ব ও জবাবদিহিমূলক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করার ওপর নজরদারি আরো কঠোর করা হবে। মনে রাখা দরকার, জালিয়াতচক্র ও প্রতারকরা সবসময় নতুন নতুন দিকে অপকর্মের নতুন নতুন সুযোগের সন্ধানে থাকে। নতুন প্রযুক্তি, নতুন কার্যপ্রক্রিয়া চালুর সঙ্গে নতুন নতুন জালিয়াতি ও প্রতারণা ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। এসব দিকে সতর্ক মনোযোগ রেখে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও সুপারভিশনের কার্যকারিতা জোরালো রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হবে। এর বাইরে সরকারের সঙ্গে সুসমন্বিত উদ্যোগে অর্থনীতির প্রকৃত ও আর্থিক উভয় খাতে ভারসাম্য বজায় রেখে মাইক্রো ও ম্যাক্রো অর্থনীতিকে সমন্বিত করার ওপর জোর দেয়া হবে। মুদ্রা ও ঋণ যোগানের প্রবাহ দরিদ্রবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মাত্রায় পরিমিত রেখে সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য সুরক্ষিত করা হবে। ঋণ যোগান প্রবাহ যাতে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসহ মাইক্রো অর্থনীতির সব উৎপাদনমুখী খাতে পর্যাপ্ত থাকে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের যে অভিযান আমরা শুরু করেছি তাকে আরো বেগবান করা হবে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার এক নম্বর দেশ হওয়ার ওপর নজর থাকবে। সর্বোপরি ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার জন্যে প্রবৃদ্ধি জোরদার করতে বড় অঙ্কের দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে আর্থিক খাতের সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে।

> একটি আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিক্রমা যে মানের হওয়া উচিত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিক্রমা সে মানের হয়ে ওঠার অবকাশ রয়েছে।

গত পাঁচ বছরে গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আপনি একদিনও ছুটি ভোগ করেননি। কর্মক্ষেত্রে এর ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চয় রয়েছে ?

নতুন রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির আলোকে জাতিকে পুনর্নির্মাণ এবং বৈশ্বিক মন্দা থেকে দেশের অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখার চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমি গভর্নরের দায়িত্ব পালন শুরু করি। এই চ্যালেঞ্জের প্রভাবে এবং ব্যাংকিং খাতে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের প্রয়াসে আমি পাঁচ বছরে একদিনের জন্যেও ছুটি কাটাইনি। এমনকি সাপ্তাহিক ও অন্য ছুটির দিনগুলোর অবসরকালীন সময়ও আমাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে এর ইতিবাচক প্রভাব অবশ্যই রয়েছে। আমার সহকর্মীরা এবং ব্যাংকিং খাতের প্রধান নির্বাহীরাও এতে অনুপ্রাণিত হবেন বলে আমি মনে করি। সকলের নিরলস প্রচেষ্টাতেই দেশের আর্থ-সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি কিভাবে দেখছেন ?

প্রথম প্রথম তারা খুব রাগ করতো। তারা এও জানতো আমার কাজের ধরন এমনই। গভর্নর হওয়ার আগেও আমাকে গবেষণার কাজে এমন ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দিনের পর দিন কাটাতে হয়েছে। গভর্নর হয়েও সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কল্যাণে আমার ধ্যান-ধারণা পাল্টায়নি দেখে তারা বরং খুশিই হয়েছে এবং আমার সকল কর্মকাণ্ডে প্রেরণা যুগিয়েছে। এ প্রেরণাটুকু না পেলে এতো কাজ হয়তো করতে পারতাম না। এজন্যে পরিবারের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এই পাঁচ বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার চেহারা ও চরিত্র ব্যাপক পাল্টেছে। পরিক্রমার এই উন্নয়নের বিষয়ে আপনার অনুভূতি কি ?

একটি আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিক্রমা যে মানের হওয়া উচিত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিক্রমা সে মানের হয়ে ওঠার অবকাশ রয়েছে। তবে, আগের চেয়ে এর চেহারা অনেকটাই বদলে গেছে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। এর মানোন্নয়নে নিয়োজিত টিমকে অভিনন্দন জানাই। আশা করি, পরিক্রমার পথ পরিক্রমায় এটি আরো সমৃদ্ধ ও উন্নত হবে।

আপনার পাঁচ বছরের সফল পথ চলার জন্যে পরিক্রমার পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন।

ধন্যবাদ। ধন্যবাদ পরিক্রমার সকলকে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড-২০১২

রৌপ্যপদক প্রাপ্ত টিম পরিচিতি

কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড-২০১২ পেয়ে শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তার স্বীকৃতি পেয়েছেন ১৬জন কর্মকর্তা। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ৭জন কর্মকর্তা এবং ৩টি টিমে ৯জন কর্মকর্তাসহ মোট ১৬জন কর্মকর্তাকে গভর্নরের স্বাক্ষরিত সম্মাননাপত্র, স্বর্ণপদক ও রৌপ্যপদক প্রদান করা হয়। গত ২২ এপ্রিল ২০১৪ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এক অনুষ্ঠানে কৃতী কর্মকর্তাদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এর মধ্যে ৭জন কর্মকর্তার ছবি গত মে' ২০১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বাকি ৩টি টিমের ৯জন রৌপ্যপদক প্রাপ্ত কর্মকর্তার ছবি প্রকাশ করা হলো।

টিম-১ এর রৌপ্যপদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ : (বাঁ থেকে) এ, কে, এম এহসান, উপমহাব্যবস্থাপক, ইয়াসমিন রহমান বুলা, যুগ্মপরিচালক, মোঃ মাসুদ রানা, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)

টিম-২ এর রৌপ্যপদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ : (বাঁ থেকে) হাসান আল মামুন, সিস্টেমস্ এ্যানালিস্ট, আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট (আইটিওসিডি); মুহাম্মদ আনিছুর রহমান, যুগ্মপরিচালক; মোঃ মশিউর রহমান, উপপরিচালক, ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট (এফইওডি)

টিম-৩ এর রৌপ্যপদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ : (বাঁ থেকে) মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান, উপপরিচালক, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (বিআরপিডি), মোঃ ইকবাল হোসেন, উপপরিচালক ও মোহাম্মদ ইমাম হোসেন, উপপরিচালক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ (ডিএফআইএম);

এপ্রিল ২০১৪ মাসে শাস্তি ও স্বীকৃতি

বাংলাদেশ ব্যাংকে এপ্রিল, ২০১৪ মাসে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও অসদাচরণের জন্য যেসব কর্মকর্তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নরূপ–

ক. অফিসে অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য ১ জন উপব্যবস্থাপক ও ১ জন সহকারী পরিচালককে চাকরি হতে অপসারণ,

খ. অননুমোদিত ছুটি (Out Stay) ভোগের জন্য ১ জন উপপরিচালকের ২টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি বন্ধ;

গ. অসদাচরণের কারণে ১ জন উপব্যবস্থাপক (ক্যাশ) এর ১টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ৬ মাসের জন্য বিলম্বিতকরণ;

ঘ. অননুমোদিতভাবে বহিঃবাংলাদেশ অবস্থানজনিত কারণে ১ জন সহকারী পরিচালককে চাকরিচ্যুত করণ এবং

ঙ. অননুমোদিত অনুপস্থিতি (বহিঃবাংলাদেশ) এর কারণে ১ জন কর্মকর্তাকে তিরস্কার।

উল্লেখ্য, কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ২২ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে ২০১২ সালের জন্য ১ জন উপমহাব্যবস্থাপক, ২ জন যুগ্মপরিচালক, ১ জন সিস্টেমস্ এ্যানালিস্ট, ও ১ জন উপপরিচালককে এককভাবে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া ১ জন যুগ্মপরিচালক ও ১ জন উপপরিচালককে এককভাবে রৌপ্যপদক এবং ৩টি টিমে ১ জন উপমহাব্যবস্থাপক, ২ জন যুগ্মপরিচালক, ১ জন সিস্টেমস্ এ্যানালিস্ট ও ৫ জন উপপরিচালককে দলগতভাবে রৌপ্যপদক প্রদান করা হয়েছে।

সাঁঝের তিতাস

মুহম্মদ হাসানুজ্জামান

সন্ধ্যা ৬টা। বৃহস্পতিবারের 'কর্মযুদ্ধ' শেষ করে একে একে তিন বন্ধু এসে হাজির হলাম বাসস্ট্যান্ডে। হঠাৎ করেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার সিদ্ধান্তটা নেয়া হয়েছিল। গ্রীষ্মে পারদের কাঁটা এতটা উঠতি ছিল যে একটু বৃষ্টি না হলে যেন এ যান্ত্রিক জীবনে আর কোনোভাবেই স্বস্তি আসার উপায় নেই। অবশেষে হাঁফ ছেড়ে বাঁচার প্রায় শেষ অবলম্বন হিসেবে গ্রাম এবং নদীর সংস্পর্শ পাওয়াটাকেই বেছে নিলাম। এর আগেও আমি বহুবার তিতাসের বুকে পাড়ি দিয়েছি। কিন্তু এবার সেটা অনেকদিন পর। জানালার পাশের সিটটায় যতক্ষণে আমার বসার সিরিয়াল এলো ততক্ষণে চাঁদটা চলমান পথের সান্নিধ্যে সারি সারি বৃক্ষের মাথায় এক মায়াবী আবহ তৈরি করেছে। রাত বেশি হয়নি কিন্তু শহরের বাইরের সরু রাস্তা আর অন্ধকার পথে শুধু গাড়ির শব্দ যেন একটা ঘুটঘুটে নিস্তব্ধ গভীর রাতের প্রতিচ্ছবি। আমরা যখন চন্দ্র সুশোভিত তিতাসের তীরে পৌঁছলাম তখন প্রায় মধ্যরাত। ঠিক এই প্রশান্তিটাই আমি খুব মিস করি..... একটা প্রাকৃতিক কোমল অনুভূতি।

(২)

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল একটা তৃপ্ত অনুভূতি নিয়ে। চোখ খুলেই দেখি একটি আমগাছ যেন ফলের ভারে ভেঙ্গে যাবে। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ; মনে হয় সবুজ পার্বণ চলছে। এর মধ্যে শিশুদের চেঁচামেচি এবং পাখির কলকাকলিতে গ্রীষ্মের এই সকালটা মনে হয় এক নতুন উদ্দীপ্ত সময়ের সাক্ষী। প্রতিবারের মতো এবারও গ্রামের রূপ দেখতে বের হলাম। আমার ক্যামেরাটা সাথেই ছিল। এদিক সেদিক, দু'একটা ক্লিক অথবা শত শত। আসলে এখানে পুরো গ্রামটাই যেন এক মোহনীয় রংয়ে আঁকা। কবিগুরুর দুরন্ত শৈশবের পটভূমি থেকে শুরু করে শামসুর রহমানের গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার অথবা কলসী কাঁখে গ্রাম্যবধূ সবই এখানে বর্তমান। এখানে গ্রীষ্মের কোনো রুক্ষতা নেই। প্রকৃতির স্নিগ্ধ নির্মোহ হাতছানি যেন সব অধিবাসীকে প্রিয়জনের মতো সর্বদা পরম মমতায় জড়িয়ে রেখেছে। কিছু সময় গ্রামীণ সহজ-সরল আবহে শীতল হওয়ার সুযোগটা গ্রহণ করাতে নিজেকে বিজয়ী মনে হলো।

(৩)

আজকের বিকেলটা কিছুটা আলাদা। আকাশটা একটু গুমোট হয়ে আছে। ঠিক বৃষ্টির আগে হুতুম পেঁচার মতো যেন গম্ভীর মুখ আকাশের। নদীর ধারে যখন পৌঁছলাম তখন আর চোখ খুলে রাখার জো নেই। প্রচণ্ড বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে যেন তার চেয়ে বেশি ধুলোবালি। এদিকে একটু রাস্তার কাজ হচ্ছে। সানগ্লাসটাকে খুব মিস করছিলাম। নদীর যে ধারে আমরা গেলাম সেখানে খুব একটা কোলাহল নেই। নদীর দিকে মুখ করে আয়েসি ভঙ্গিতে নদীর দুইটি শাখা দেখে 'অসীম' শব্দটা মনে পড়ল। তিতাসের একটি শাখা প্রমত্ত মেঘনায় মিশে গেছে। পালতোলা নৌকা চলছে কিছু কিছু। 'ইঞ্জিনবোট', মাঝে মাঝে 'স্পীডবোট'ও যাচ্ছে।

তিতাস এ সময়টাতে পুরোপুরি শান্ত। শুধু মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের শব্দে নীরবতা ভাঙ্গে। প্রথমবার যখন এসেছিলাম তখন এখানে স্পীডবোট চলতে দেখিনি। আরেক দিকে তাকিয়ে দেখি সারাদিনের ক্লান্তিগুলো নদীর জলে ধুয়ে গ্রামের পরিশ্রান্ত শ্রমজীবী মানুষ পরের দিনটির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে অবগাহনে ব্যস্ত। হাঁসেরা একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুরো আবহে, চরম নীরবতার মাঝেও এক প্রবল কর্মচাঞ্চল্য আমি কেবল এখানে এলেই পাই। তাই আমি আসি। এখানে বার বার ছুটে আসি।

এতক্ষণে আকাশটার আরো মন খারাপ হলো। পৃথিবী যে বৃষ্টির জন্য তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করছে তা মনে হয় এবার ঝরবে। এমন পরিস্থিতিতে আমার এক ভ্রমণসঙ্গীর আরেকটা ইচ্ছা হলো, যার জন্য আমি এবং আনোয়ার পরে ওকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। শেষ বিকেলে নাকি নৌকা ভ্রমণ খুবই মনোরম হয়। ঝড়ের ভয়ে প্রথমে রাজি না হলেও পরে রাজি হয়ে গেলাম। মৃদু বাতাসে নৌকার মাচায় বসে চিৎকার দিয়ে গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছিল। অনেক ছবি তুললাম। বাদ পড়লোনা পাশের ইটের ভাটাগুলোও। সন্ধ্যার ঠিক আগ মুহূর্তে খুব জোরে বাতাস শুরু হলো। সাথে বিদ্যুৎ চমকানো। আমাদের নৌকায় তরুণ মাঝি। নৌকার দুলুনি খুব বেশি হওয়ায় সে আমাদের সতর্কভাবে বসতে বলল। এবার শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। প্রচণ্ড শব্দ এবং ক্ষিপ্রতায় বছরের প্রথম বৃষ্টি। আমরা তিন বন্ধুই ভিজলাম। চারিদিক শুভ্রতায় পরিপূর্ণ। সাদা আর সাদা। মাঝি এবার নৌকাটা তীরের কাছাকাছি ভিড়াল। আমরা চারজন বসে আছি নৌকার মাচার ভিতর পাটাতনে। একদিকে জানালা খোলা। সামনে কুচরিপানার বিশাল সমাবেশ। খোলা আকাশ হতে অঝোর ধারায় বৃষ্টি। আর দূরে ঝাপসা কোনো গ্রামের প্রতিবিম্ব। ঠিক যেন বায়োস্কোপের সরু একচোখা নল দিয়ে স্বপ্নের আবছা প্রতিকৃতি দেখা।

■ *লেখক: এডি, এসএমই এন্ড এসপিডি, প্র. কা.*

পাঠক সমাবেশ ২০১৪

ব্যাংক পরিক্রমার পাঠকদের নিয়ে ৫ মে ২০১৪ তারিখে প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে তৃতীয়বারের মতো পাঠক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে পাঠক সমাবেশে নির্বাহী পরিচালক সুধীর চন্দ্র দাস এবং শুভঙ্কর সাহাসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রধান কার্যালয়সহ সদরঘাট অফিসের প্রায় দেড় শতাধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। পাঠকদের প্রত্যেকেই পরিক্রমার নতুন পরিবেশনাকে স্বাগত জানান এবং এ ধারা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন। তারা পরিক্রমার পরিবর্তিত মেকআপসহ পরিক্রমায় প্রকাশিত বিষয়বস্তুর ওপর আলোকপাত করেন এবং বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। পাঠকদের পক্ষ থেকে আসা মতামতগুলো পরিক্রমার পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো।

পরিক্রমা হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়না

গভর্নর

পরিক্রমার আঙ্গিক পরিবর্তনের সাক্ষী আমরা সকলেই। আমি সরাসরি এর সাথে সম্পৃক্ত না থাকলেও নিয়মিতই পত্রিকাটির প্রতি লক্ষ্য রাখতাম। আসলে পরিক্রমা হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়না। বাংলাদেশ ব্যাংক যে পরিবর্তিত হচ্ছে তারই প্রতিফলন হচ্ছে আজকের পরিক্রমা। সবাইকে সাথে নিয়ে পরিক্রমা একটি টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত হয় বলেই আজ পরিক্রমার এই নতুন রূপ। এই চর্চা অব্যাহত থাকলে সব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব। পরিক্রমা টিমের কাছে আমার প্রত্যাশা এ চর্চা বজায় থাকুক। বাংলাদেশ ব্যাংকের বাইরে যারা আছে তারাও যেন পরিক্রমার কথা জানতে পারে এবং পরিক্রমা পাঠ করার সুযোগ পায়। কারণ ভালো কাজ করাই যথেষ্ট নয়, ভালো কাজের কথা অন্যকে জানাতে হবে। তবেই সেটি ফলপ্রসু হবে।

পরিক্রমার বিষয়ভিত্তিক সংখ্যা হতে পারে

সুধীর চন্দ্র দাস, নির্বাহী পরিচালক

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী বিভিন্ন গবেষণালব্ধ বিষয়ের ওপর এক্সিকিউটিভ ট্রেনিংয়ের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণের এ বিষয়গুলো পরিক্রমায় প্রকাশ করা যায়।

বছর জুড়ে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সংখ্যা যেমন- মার্চ মাসে স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা, ডিসেম্বরে বিজয় দিবস সংখ্যা হতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা নিয়মিত বিদেশে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তাদের প্রশিক্ষণের রিপোর্ট পরিক্রমায় প্রকাশ করা যায়। এতে অন্যরাও তথ্যসমৃদ্ধ হবেন এবং প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পরিক্রমাকে এগিয়ে যেতে হবে আরো সামনে

শাহীন আখতার, জেডি, এফইওডি

পরিক্রমা হেঁটেছে বহুদূর। একে এগিয়ে যেতে হবে আরও সামনে। পত্রিকার বর্তমান আঙ্গিকটি নিঃসন্দেহে সুন্দর। এটিকে ধরে রাখতে হবে। পাশাপাশি সুন্দরতর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

ব্যাংকের অন্যান্য অফিসের সংবাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়

মোঃ আবদুর রহিম, জেডি, ডিবিআই-২

পরিক্রমার কলেবর বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ভ্রমণ কাহিনী, বিশেষ প্রতিবেদন, ছোট গল্পের সংখ্যা বাড়ানো যায়।

অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক প্রতিবেদন থাকবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য অফিসের সংবাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়।

পরিক্রমায় গবেষণামূলক প্রতিবেদন থাকা উচিত।

শিশু সাহিত্যিকদের লেখা ছাপানো যায়

মধুসুদন বণিক, জেডি, ডিওএস

শিশু সাহিত্য ও কিশোর সাহিত্য বিষয়ক লেখা বেশি হতে পারে। স্বনামধন্য শিশু সাহিত্যিকদের লেখা ছাপানো যায়।

বইয়ের আলোচনা থাকতে পারে

হামিদুল আলম সখা, ডিডি, ডিবিআই-২

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত যে লেখকদের বই প্রকাশিত হয়, তাদের বইয়ের আলোচনাভিত্তিক একটি পৃষ্ঠা পরিক্রমায় সংযোজন করা যায়। বিশেষ করে একুশে বইমেলায় কোনো বই প্রকাশিত হলে তার একটি আলোচনা পাঠকদের জন্য পরিক্রমায় রাখা যায়। এতে করে পাঠক বই এবং তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে পারবে।

শিশুদের আঁকা ছবি, গল্প ও ছড়া নিয়ে একটি পৃষ্ঠা করা যায়। এছাড়া কবিতার জন্য দুই পৃষ্ঠা রাখা যায়।

দেশের অভ্যন্তরের ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশ করলে ভালো হয়

গোবিন্দ চন্দ্র সাহা, জেডি, ডিবিআই-৩

পরিক্রমার সকল পাঠকের পক্ষে বিদেশ ভ্রমণ সম্ভব না। তাই ভ্রমণ কাহিনীর ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানের ভ্রমণ কাহিনী অগ্রাধিকার পেতে পারে। এতে পাঠকেরা ইচ্ছে করলে সে স্থানটিতে বেড়াতে যেতে পারবেন।

কৃতিত্বের পাতায় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীর বাবা অথবা মা -যিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরি করেন তার পরিচয় আগে দিতে হবে।

ফরমালিনমুক্ত নির্মল পরিবেশে চমৎকার পাঠক সমাবেশ

মোঃ মঞ্জুরুল হক, সাধারণ সম্পাদক, সিবিএ

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এ পাঠক সমাবেশ সেই পরিবর্তনেরই একটি প্রতিফলন। ব্যাংকের বিশাল কর্মযজ্ঞের মধ্যে ফরমালিন বা ভেজালমুক্ত নির্মল পরিবেশে পাঠক সমাবেশের আয়োজন, সেখানে অনেক মানুষের উপস্থিতি সত্যিকার অর্থেই সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনা একটি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। এটি প্রশংসার দাবিদার ও আমাদের সকলের জন্যেই গর্বের। তাই পরিক্রমার কলেবর আরও বৃদ্ধি পাবে এবং সময়োপযোগী বিভিন্ন বিষয় দিয়ে এটিকে সাজানো হবে- এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

লেখার মাধ্যমে নিজস্ব ভাবনা প্রকাশের প্লাটফর্ম হতে পারে

ইস্তেকমাল হোসেন, জেডি, ডিআইডি

নতুন আঙ্গিকের পরিক্রমা অফিসের কর্মব্যস্ত পরিবেশেও পাঠকের পড়ার আগ্রহটিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এটি এখন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাড়ির পথের সঙ্গী। অনেক পরিবারের সদস্যরাও পত্রিকাটির পাঠকে পরিণত হয়েছেন। পত্রিকাটি সমৃদ্ধ করার জন্য আরও যা করা যায় –

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেক কর্মকর্তা রয়েছেন যারা খুব ভালো ফটোগ্রাফি করেন। তাদের তোলা মানসম্পন্ন ছবি পরিক্রমায় প্রকাশ করা যায়।

লেখাপড়া ছাড়াও কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের সন্তানদের অন্যান্য কৃতিত্বের সংবাদ (খেলাধুলা, চিত্রাঙ্কন, লেখালেখি ইত্যাদি) ছাপানো যায় ।

বিভিন্ন বিষয়ে পাঠকের ভাবনা নিয়েও লেখা প্রকাশ করা যায়। যেমন কেউ নতুন একটি বই পড়ে বা কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে নিজের ভাবনা লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন। এক্ষেত্রে পরিক্রমা একটি প্লাটফর্ম হতে পারে।

পুরস্কার বা সম্মানী লেখককে উৎসাহিত করে

মকবুল হোসেন সজল, জেডি, ডিবিআই-৩

সময়োপযোগী লেখা এবং সে বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে পরিক্রমার প্রচ্ছদ করা যায়। বিশেষ সংখ্যা বের করা যায় যেমন রবীন্দ্রসংখ্যা, নজরুল সংখ্যা ইত্যাদি। পরিক্রমায় ভালো লেখার জন্য পুরস্কারের বা সম্মানীর ব্যবস্থা করা গেলে লেখকেরা উৎসাহিত হবেন।

প্রতিবেদন এবং প্রচ্ছদের মধ্যে যেন ভারসাম্য থাকে

নওশাদ মোস্তাফা, জেডি, সিবিএসপি

পরিক্রমায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ডের মতো সংবাদগুলো গুরুত্ব সহকারে ছাপাতে হবে। প্রচ্ছদেও তার প্রতিফলন অবশ্যই থাকতে হবে। পত্রিকার ভেতরের প্রতিবেদন এবং প্রচ্ছদের মধ্যে যেন ভারসাম্য থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

ধর্মীয় বাণীসমূহ প্রকাশ করা যায়

মোঃ আলাউদ্দিন আলিফ, ডিএম, মতিঝিল অফিস

সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অনুভূতি রাখতে হবে। মানবিক মূল্যবোধগুলোর চর্চায় ধর্মীয় শ্রেষ্ঠ বাণীসমূহ পরিক্রমায় প্রকাশ করা যায়।

নিবন্ধ আরো বড় আকারে হতে পারে

সরদার আল এমরান, জেডি, এফআইসিএসডি

পরিক্রমার বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশ করা যায় যেখানে নিবন্ধের সংখ্যা বেশি হবে। নিবন্ধ আরও বড় আকারে হতে পারে।
ইংরেজি নিবন্ধ পরিক্রমায় প্রকাশ করা যায়।
বিভিন্ন সময়ে লেখকেরা তাদের নিবন্ধে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এগুলো বাস্তবায়িত হলো কি-না তার একটি ফলোআপ প্রতিবেদন পরিক্রমায় প্রকাশ করা যায়।

প্রচ্ছদে একটি কর্পোরেট লুক থাকলে ভালো হয়

শাকিল এজাজ, জেডি, সিবিএসপি

বাংলাদেশ ব্যাংক একটি স্বতন্ত্র এবং অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠান। পরিক্রমা বাংলাদেশ ব্যাংকের সেই ব্র্যান্ডিং ইমেজকেই তুলে ধরে। তাই এর প্রচ্ছদে একটি কর্পোরেট লুক থাকা প্রয়োজন। প্রচ্ছদের ডিজাইনের অন্তত ৪০% নির্দিষ্ট বা Fixed রাখা যায়। প্রতি সংখ্যায় এই অংশের ডিজাইন অপরিবর্তিত থাকবে। বাকি ৬০% জায়গায় ডিজাইন পরিবর্তন করে প্রচ্ছদ করা যায়।
পরিক্রমায় আইটি কর্নার, জব টিপস্ (job tips) রাখা যায়।
তথ্য উপাত্তের পৃষ্ঠায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকারদের জন্য যে সূচকগুলো জানা প্রয়োজন কেবল সেগুলোই প্রকাশ করা যায়।
পরিক্রমার প্রতি পৃষ্ঠার উপরের ডান ও বাম কর্নারে পরিচিতিমূলক যে strip থাকে সেটির রং পরিবর্তনের বিষয়ে ভাবা যায়।

উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরিচিতি ও সাফল্যের কথা পরিক্রমায় প্রকাশ করা যায়

শামীমা শারমীন, ডিডি, এফএসডি

স্মৃতিময় দিন অংশে সাবেক কর্মকর্তাদের যে সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় সেখানে তাদের পুরো পরিবারের ছবি ছাপানো যায়।
বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে সাবেক কর্মকর্তারা কোন্ ধরনের সেবা বা সুবিধা প্রত্যাশা করেন, সে ভাবনাগুলো পরিক্রমায় আনা যায়।
ব্যাংকের জুনিয়র কর্মকর্তারা অনেক সময় মহাব্যবস্থাপক এবং তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের পরিচয় সম্পর্কে অবগত থাকেন না। এক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরিচিতি ও তাদের সাফল্যের পেছনের কথা পরিক্রমায় প্রকাশ করা যায়।

সব বিভাগের কার্যক্রম প্রকাশ করা যায়

রাফিয়া সুলতানা, ডিডি, ডিওএস

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেক কর্মকর্তাই কর্মজীবনে যে সব বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন সেগুলো ছাড়া অন্য বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে খুব একটা অবহিত থাকেন না। এক্ষেত্রে পরিক্রমায় ধারাবাহিকভাবে সংক্ষিপ্তাকারে সব বিভাগের কার্যক্রম প্রকাশ করা যায়। তাতে সকলেই বিশেষ করে নবীন কর্মকর্তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন।

শব্দজট বা ক্যুইজ থাকলে ভালো হয়।

ও.এইচ.এম সাফী, ডিডি, ডিবিআই-৩

পরিক্রমা বর্তমানে বেশ বিষয়সমৃদ্ধ। এটিকে আরও পাঠকপ্রিয় করার জন্য শব্দজট বা ক্যুইজ ছাপানো যায়। পাঠক সমাবেশ নিয়মিত বিরতিতে করতে পারলে নানা সৃজনশীল বিষয় সংযোজন করার সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হবে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য প্রফেসর হান্নানা বেগম এবারের জাতীয় বাজেট সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি মনে করেন বাজেট প্রণয়ন একটি বিশাল প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে অর্জিত করের একটি অংশ সরকারের স্থানীয় উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ রাখা দরকার। এছাড়া, সাক্ষাৎকারে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর হান্নানা বেগম বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন গণমুখী কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির গতিশীলতা বাড়িয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন ?

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গণমুখী কার্যক্রম, যাকে আমরা বলি– অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম, এটি দেশের সাধারণ মানুষের কাছে যেমন এ প্রতিষ্ঠানকে পরিচিত করে তুলেছে, একই সাথে দেশের অর্থনীতির গতিশীলতা বাড়িয়েছে। মনে রাখার বিষয় হলো সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগের মাধ্যমেই আমরা এ বাংলাদেশ পেয়েছিলাম। অতএব ব্যাংকের কার্যক্রম যেভাবে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষক-শ্রমিক, নারী-পুরুষ সর্বস্তরে জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, তা মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনের পথে এক ধরনের অগ্রসরতা বলা যায়।

ব্যাংকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অটোমেশনের কার্যক্রম চলছে দ্রুততার সঙ্গে, যা অদূর ভবিষ্যতে দেশের অন্যতম সমস্যা দুর্নীতিকে প্রতিহত করতে সহায়তা করবে।

প্রফেসর হান্নানা বেগম

এবারের জাতীয় বাজেট সম্পর্কে কিছু বলবেন ?

সম্প্রতি রাজস্ববোর্ডের চেয়ারম্যান ঘোষণা করেছেন– আগামী অর্থবছরে আয়কর হবে-৩৮% যেখানে ভ্যাট-৩৫%। প্রয়োজনে করের আওতা বৃদ্ধি করে জনগণকে কর দিতে উদ্বুদ্ধ করা হবে, তবে করের বিপরীতে অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিতে হবে। বাজেট পূর্বকালে তাঁর এই বক্তব্য আমাদের আশান্বিত করেছে।

বাজেট প্রণয়ন একটি বিশাল প্রক্রিয়া, এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে স্থানীয়ভাবে অর্জিত খাজনা বা করের একটি অংশ সরকারি স্থানীয় উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ রাখা দরকার। কর প্রদানের নিয়মাবলী সহজীকরণ করা দরকার। জেলা-বাজেটের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় বাজেট প্রণয়নের স্বপ্নটিও আমরা দৃঢ়ভাবে পোষণ করি।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই দুটি অন্যতম মৌলিক চাহিদার ক্ষেত্রে কি ধরনের নতুন কার্যক্রম দেখতে চান ?

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যদি 'মিড ডে মিল' দেওয়া হয় তাহলে আমাদের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমবে। পতিতাপল্লিতে যেসব শিশু বড় হচ্ছে, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বরাদ্দ প্রয়োজন। মাদ্রাসাশিক্ষায় ছাত্রী সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় অধিক। এসব পরীক্ষার্থীরা পাশের পর কি করছে সে বিষয়ে গবেষণার জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা দরকার। গত বছরের জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে দেখা যায়, সরকারি মাদ্রাসাগুলোতে কোনো নারীশিক্ষক নেই। আগামী বাজেটে এই বিষয়ক ইতিবাচক প্রতিবেদন দেখতে চাই।

দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্যকার্ড চালুর বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অঙ্গীকার আমাদের আশান্বিত করেছে। বাজেটে এর প্রতিফলন হবে, ধরে নিচ্ছি। কমিউনিটি ক্লিনিকের তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা দরকার।

টেকসই উন্নয়ন বা sustainable development এর ক্ষেত্রে কোন্ বিষয়টিকে জাতীয় বাজেটে গুরুত্ব দেয়া উচিত বলে আপনার মনে হয় ?

বাংলাদেশের অর্থনীতি অগ্রসরমান অর্থনীতি। এই উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে নারী, তথা দরিদ্র নাগরিকদের শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পিছিয়ে পরা নারী শ্রমশক্তির স্বীকৃতি অত্যন্ত দুর্বল। আমরা লক্ষ্য করছি পরিবারের পুরুষ সদস্যের কর্ম উপলক্ষে বিদেশ যাওয়ার হার বেড়ে যাওয়ায় নারীদের বাধ্যতামূলকভাবে কৃষিতে শ্রম দেওয়া, তদারকি করা ইত্যাদি বেড়ে চলেছে। কিন্তু নারীর সম-উত্তরাধিকার না থাকায় অধিকাংশক্ষেত্রে জমির মালিকানার অভাবে তারা সরকারের দেওয়া কৃষি ভর্তুকি পায় না। এতে পিছিয়ে থাকছে নারী, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষি অর্থনীতি, সার্বিকভাবে বলতে গেলে বাংলাদেশের অর্থনীতি। অতএব বাজেটের মাধ্যমেই এর সুরাহা দরকার।

জাতীয় বাজেটে আরও কোনো বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া উচিত বলে মনে করেন কী ?

বাজেটে আমরা বরাদ্দ জানতে পারি কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বাজেট বাস্তবায়নের চিত্রটি পরবর্তী বাজেটে পাওয়া যায় না। সম্প্রতি সরকার বাজেটের সাথে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন উপস্থাপন করছে। এই বরাদ্দের পরিমাণ আমাদের আশান্বিত করে, কিন্তু এই বাজেট কতখানি কার্যকর হলো এটি জনগণ জানতে চায়।

দিন দিন মানুষ আইন, আদর্শ, মানবিকতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে আস্থা হারিয়ে ফেলছে। মনোজগতের এ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন পাঠ্যপুস্তকের কারিকুলাম প্রণেতা থেকে সর্বস্তরের নাগরিকের প্রশিক্ষণ, মিডিয়ার প্রশিক্ষণ। আর এসব কিছুর জন্য প্রয়োজন– বাজেট বরাদ্দ। আগামী বাজেটে আমরা এক্ষেত্রে বরাদ্দ প্রত্যাশা করি।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

ছন্দহীনের কবিতা

রায়হান রেজা

ঝকঝকে তকতকে জীবন্ত
একটা উপন্যাস লিখতে চাই।
বাসের খোলা জানালায় ঝাপটা দেয়া
চৈত্রের বিকেলের পশ্চিমা ধুলো- হাওয়ার মতো নয়।
অনেকটা বুদ্ধদেব গুহ'র বুনো পথে
বর্ষা শেষের ভেজা হাওয়ার মতো।
কিংবা শীর্ষেন্দুর লেখা মানবীয় বোধের
গভীরতর কোন উপলব্ধির মতোও হতে পারে তা।
জয়িতাকে ভালবাসতে শেখানো সমরেশ মজুমদারও
ভাবায় অনেক, উপন্যাসটা ওঁর মতো হলেও ক্ষতি নেই।

ভাবছেন, তাহলে সুনীল কোথায়?
ওঁর কবিতা না গদ্য কোনটা যে নেবো
তাতেই দ্বিধান্বিত, আপাতত তোলা থাক
'সেই সময়' আসবে।
হুমায়ুনের মতো অনেকেই লিখছে, তার মতো
বলতে পারিনা সহজ কথা সহজে
মনটাতো হিমু হয়েই আছে, থাকুক
দেখবো পরে, নেড়ে চেড়ে।

জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' বোনা
বিষাদের সুর বেজে চলে এখনও বুকের গভীরে।
ওরকম একটা কিছু নাই- বা হলো,
তারাশঙ্করই না হয় করুক ভর।
'কবি' হয়েই মেলুক ডানা ভাবনারা,
'হায়! জীবন এত ছোট কেনে?
চৈত্রের বিকেলটা এখন সন্ধ্যার সহবাসে
থেমে আসে সময় চলমান বাসের চাকায়।
নতুন পথের দিকে ধেয়ে চলি আমরা
আর আমার উপন্যাসেরা এসে ঠেকে- ছন্দহীন কবিতায়।

কবি পরিচিতি: এডি, রংপুর অফিস

উৎসায়নের উৎসব

এন, এ, এম সারওয়ারে আখতার

রৌদ্র পবিত্রতা খুঁজে
প্রতি ভোরে নামছে মিছিলে-
মাঠে ঘাটে দোপেয়ের দল;
শুভ্রতার বিবর্ণ দেয়ালে,
ঘাম স্রোতে অদ্ভুত অনলে,
দগ্ধ প্রাণের শতদল।

আজীবন, জবান-জীবন সঁপে দিলে
শুকনো রুটিও জোটে থালে
সাথে কিছু ধুলি ও কাঁকর;
নীল কাঁচ সব ঢেকে ফেলে
তৃপ্তির সুখ চোখে মেখে
আশ্বাসের থলে যাযাবর।
নিঃশব্দে ডুবে যায় চাঁদ
সাগরের জলে তেতো স্বাদ
ফিকে হয় বাঁচার আকুতি;
কথা-ভাষে-উচ্চারণে
নিগ্রহের মঞ্চায়নে
দু-চারটে বিলাসী বিবৃতি।

পেঁচাটিও ডাকেনা এবার
খটখটে রক্তের দাগে আসে ডাক,
শকুনের উৎসবে অতিথি হবার,
এবেলায় আর ছাড় নয়
যা ঘটার ঘটাক সময়
দোপেয়েরা হাঁকে চিৎকার।

"তর চক্ষেরে আর কেডা ভয় পায়?
অহন মোগো জাগার সময়,
ক্ষ্যামা দে রক্তচুষার দল;
কইলজ্যার মইধ্যে ঝড় বইয়া যায়
বুইঝ্যা নিমু বাপে-পোলায়
ত'রা হইবি পঙ্গপাল"।

কবি পরিচিতি: এএম (জিএম শাখা), খুলনা অফিস

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — সুবলকুমার বণিক

'উল্লেখ' লেখ যদি

'উল্লেখ' লেখ যদি
নেই তো বিবাদ
কিন্তু 'উল্লেখিত'?
তাতেই প্রমাদ!
ভুল শোধরাতে হলে
কী করবে ভাই?
লিখবে উল্লিখিত
শুদ্ধ সেটাই।

মূল সংস্কৃত ধাতুটি হচ্ছে 'লিখ্'। এই ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দের উদাহরণ: লিখ্ +অ=লেখ; লিখ্+অ+আ=লিখা, লেখা; লিখ্+ অন= লিখন, লেখন; লিখ্+ ত=লিখিত; লিখ্+ তব্য= লিখিতব্য; লিখ্+অন=লিখন, লেখন; লিখ্+অক=লেখক; লিখ্+ অনীয়=লেখনীয়; লিখ্+য=লেখ্য।
এসব শব্দের কয়েকটির সঙ্গে 'উৎ' উপসর্গ যুক্ত হয়। যেমন : উৎ+ লিখিত= উল্লিখিত, উৎ+লেখনীয়=উল্লেখনীয়, উৎ+লেখ্য=উল্লেখ্য।
আমাদের আলোচ্য শব্দটি হচ্ছে 'উল্লিখিত'। 'উৎ' অর্থ উপরে বা পূর্বে, আর 'লিখিত' অর্থ 'যা লেখা হয়েছে'। 'উপরে বা পূর্বে লেখা হয়েছে'- এই অর্থে আমাদের অবশ্যই লিখতে হবে 'উল্লিখিত'। এক্ষেত্রে 'উল্লেখিত' ভুল প্রয়োগ বলে গণ্য হবে।
অনেকে লেখেন 'উপরে উল্লিখিত' বা 'উপরোল্লিখিত'। 'পূর্বে উল্লিখিত' বা 'পূর্বোল্লিখিত'ও লেখেন কেউকেউ। 'উল্লিখিত' শব্দের অর্থই যেখানে 'উপরে বা পূর্বে লিখিত'সেখানে 'উপরোল্লিখিত' বা পূর্বোল্লিখিত' একেবারেই অর্থহীন। কেউ কেউ লেখেন 'নিম্নোল্লিখিত'। এ শব্দটির অর্থ হল 'নিচে উপরে লিখিত'।
কী আজব অর্থ, তাই না ?

অনুভবের আয়না

সেলিমা বেগম

আজ থেকে প্রায় আটত্রিশ বছর আগে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের বাগানে আমার প্রবেশ। এ আটত্রিশ বছর যা এখন পর্যন্ত আমার জীবনের ৬৪ শতাংশ সময় আমি এ কর্মস্থলে কাটিয়েছি। ছয় বছর ছুটিতে জাপানের অবস্থানকাল বাদ দিলে বছরে গড়ে ২৮০ দিন কর্মদিবস হিসেবে মোট ৮৯৬০টি সকালে আমি অফিসে এসেছি। আমার সজ্ঞান, সচল, সক্রিয় ও সঞ্জীবিত দৈনন্দিন জীবনের প্রায় ৭৩ ভাগ সময় আমি এই কর্মকুজনেই অতিবাহিত করেছি। আমার সকল অনুভব, সকল চেতনা ও প্রেরণায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মজীবন অমূল্য সঞ্চয় হিসেবে থাকবে। স্বাভাবিকভাবে আজ ফেলে আসা সেসব কর্মমুখর দিনগুলোর কথা আমার মানসপটে ভেসে উঠছে। এটাও ভাবছি কিভাবে এতোটা সৃজনশীল সময় এতো তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেল। এ কর্মস্থলে এসেই আমি স্বামী-সন্তান সংসার সবই পেয়েছি। ব্যাংকের বদৌলতে স্থাবর অস্থাবর সহায় সম্পত্তিও লভেছি আমি। এ প্রতিষ্ঠান আমার সকল সফল অনুভবের, আনন্দ বেদনার ও সুখ দুঃখের সাক্ষী। ১৯৭৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সেই প্রথম দিন থেকে আজকের এ কিছুক্ষণ পর্যন্ত শত সহস্র সহকর্মীর সাথে ঘটেছে আমার আত্মিক যোগাযোগ, সুরভিত সংশ্রব এবং তাদের নিবিড় উপলব্ধির সুযোগ। মাঝে অডিট, বিসিডি, ইসিডি ও অ্যান্টি মানিলন্ডারিং ডিপার্টমেন্টে অল্প কিছু সময় কাটাই। অধিকাংশ সময় প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন, সংস্থাপন যা আধুনিককালে মানব সম্পদ উন্নয়ন অনুবিভাগ সেখানে কাজ করেছি। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সকল সহকর্মীর ব্যক্তিগত তথ্য উপাত্ত থেকে শুরু করে তাদের অনেক বিষয়-আশয় পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে আমার চিন্তা- চেতনার চৌহদ্দিতে ঠাঁই পেয়েছে।

সত্তর ও আশির দশকে পার্সোনেল বিভাগে আমাদের এক সহকর্মী ছিলেন ওয়াদুদ সাহেব। তিনি এ বিশাল কর্মভুবনের সকল সহকর্মীর নামধাম, বাড়ির সকল খবরাখবর নির্বিবাদে বলতে পারতেন। মনে পড়ে কত তুখোড়, মেধাবী, মানবিক ও সৃজনশীল সহকর্মীর সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার। আমার সৌভাগ্য হয়েছে কত প্রজ্ঞাবান, সহানুভূতিশীল, দৃঢ়চিত্ত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে কাজ করার। অনেকের মতো আমিও নিতান্ত নবীশ হিসেবে এখানে যোগ দিয়েছিলাম। আজ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ করে টইটম্বুর তৃপ্তি নিয়ে এখান-কার কর্মজীবন শেষ করে চলে যাচ্ছি। স্বাভাবিকভাবে নস্টালজিয়া পেয়ে বসেছে আমায়। এই সুবিশাল সুমহান অট্টালিকা, এর সকল অনুষদ- অনুষঙ্গ আর অসংখ্য গুণগ্রাহী সুহৃদ সহকর্মী সকলকে ছেড়ে যেতে মনের বন্দরে বেদনার বাতাস বইছে। তবে মহিলা সহকর্মীরা আমাকে বিদায় সংবর্ধনায় যেভাবে প্রবোধ দিয়েছেন তা মনে করে অনুভবের আয়নায় আবেগকে নিয়ন্ত্রণে সমন্বয় সাধন করছি।-

‘ক্ষমা কর ধৈর্য্য ধর
হউক সুন্দরতর বিচ্ছেদের ক্ষণ
মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়
নহে বিচ্ছেদের ভয়
শুধু সমাপন।’

আমি আজ সকলের শুভ কামনা করি, আমার কারণে কারো মনের কোণে যদি জমে থাকে কোনো মলিন স্মৃতি তা মুছে ফেলার অনুরোধ রাখছি এবং দোয়া চাইছি অবসর উত্তরকালের আমার মুহূর্তগুলো যেন কাটে সৃজনশীলতায়, সচেতনতায়, সুস্থতায় এবং আপনাদের শুভকামনায়। বাংলাদেশ ব্যাংকে আমার কর্মজীবনের সমাপ্তিলগ্নে আমাকে শুভেচ্ছা জানানোয় যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এবং যে সৌজন্য প্রদর্শন করা হয়েছে সে জন্য আমি এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

আমি আজ সকলের শুভ কামনা করি, আমার কারণে কারো মনের কোণে যদি জমে থাকে কোনো মলিন স্মৃতি তা মুছে ফেলার অনুরোধ রাখছি এবং দোয়া চাইছি অবসর উত্তরকালের আমার মুহূর্তগুলো যেন কাটে সৃজনশীলতায়, সচেতনতায়, সুস্থতায় এবং আপনাদের শুভকামনায় ....

■ *লেখক পরিচিতি : সাবেক ডিজিএম*
এইচআরডি-১, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্র.কা.

অনন্য শিক্ষা

দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী

পদার্থ বিজ্ঞানের যুগান্তকারী তত্ত্ব Theory of Relativity এর আবিষ্কারক Albert Einstein এবং Quantum Theory এর প্রবর্তক Max Plank এর নাম সর্বজনবিদিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জার্মানির উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডের অবদান অপরিসীম। আবার দর্শন, কবিতা, সংগীতের ক্ষেত্রে ক্লপস্টক (Klopstock) লেসসিং, কান্ট, হেগেল, বিথোবেন, গ্যেটে, সিলার (Schiller) এমন প্রতিভার উৎকর্ষ প্রদর্শন করেছেন যার জন্য জার্মানিকে বলা হয় Land of poets and thinkers। জার্মান জাতির প্রজ্ঞা, শৌর্য বীর্য অথবা ক্ষমতা বা দক্ষতা সম্পর্কে সকলেই অবগত। এমন একটি দেশে প্রশিক্ষণ এবং ভ্রমণের সুযোগ সত্যিই অনন্য। জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে গত ২৪ মার্চ ২০১৪ থেকে ২৮ মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত Deutsche Bundesbank এর Centre for Technical Central Bank Cooperation আয়োজিত Banking supervision within the framework of Basel II and III নামক সেমিনারে অংশগ্রহণ ছিল আমার জন্যে এক দুর্লভ সুযোগ।

২২ মার্চ ২০১৪ যাত্রা শুরু। টার্কিশ এয়ার লাইনসের বিমানে প্রথমে ইস্তাম্বুল এবং সেখান থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট। ইউরোপের শহরগুলোর একটা নিজস্বতা আছে। ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মিশেলে গড়া শহরগুলোয় রয়েছে কয়েকশো বছরের ইউরোপিয়ান স্থাপত্যের মৌলিক নিদর্শন। কিন্তু ফ্রাঙ্কফুর্টকে দেখে মনে হয়েছে এটি ইউরোপের কোনো শহর নয় যেন ভিন্ন কোনো মহাদেশের। উঁচু উঁচু বহুতল ভবনে মোড়ানো এ শহরে ইউরোপিয়ান স্থাপত্যের মৌলিক নিদর্শন খুব একটা চোখে পড়েনি। সেমিনারের ১ম দিনে সিটি ট্যুরে গাইড Martin Sprenger ২৯৯ মিটার উঁচু ইউরোপের সর্বোচ্চ ভবন Commerzbank Tower এর ছাদে দাঁড়িয়ে আমাদের আজকের ফ্রাঙ্কফুর্ট সৃষ্টির ইতিহাস বলছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র বাহিনীর বিমান হামলায় (১৯৪৩/৪৪ সালে) শহরের সিটি সেন্টার এবং ওল্ড টাউন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৪৫ সালের মে মাসে শহরে আমেরিকান সৈন্য প্রবেশ করে এবং শহরটিকে district-free city of Hesse ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৭ সালে আমেরিকা, ব্রিটিশ এবং ফ্রান্সের occupation zone গুলোর unified economic area এর হেডকোয়ার্টার হিসেবে ফ্রাঙ্কফুর্টকে বেছে নেয়া হয়। এখানে রয়েছে Commerzbank Tower, Maintower, Main Plaza, Gallileo ইত্যাদি অসংখ্য বহুতল ভবন। ফ্রাঙ্কফুর্ট এখন আধুনিক ইউরোপিয়ান ব্যাংকিং খাতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এখানে European Central Bank (ECB) এর হেডকোয়ার্টার অবস্থিত। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার এবং স্টক এক্সচেঞ্জের জন্যও ফ্রাঙ্কফুর্ট বিখ্যাত।

সেমিনারে এশিয়া, আফ্রিকা এবং পূর্ব ইউরোপ থেকে ২০টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। পাঁচ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত সেমিনারে জার্মানি এবং ইউরোপের ব্যাংকিং সুপারভিশনের সমসাময়িক দিক সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। Basel-II এর আওতায় Credit Risk, Operational Risk, Supervisory Review Process বাস্তবায়ন, Supervisory College সমূহের ভূমিকা ও কার্যপরিধি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। Basel-III এর Liquidity Risk Framework, Capital Structure, Buffers, Leverage Ratio ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। এছাড়া European Integration Process, Ongoing Supervision এর Practical approach, Global & domestic systemically important banks Supervision এর conceptual issues সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সেমিনারটি অত্যন্ত অংশগ্রহণমূলক এবং প্রাণবন্ত ছিল। জার্মানি ও ইউরোপ বর্তমানে Basel-III বাস্তবায়নে কাজ করছে। বাংলাদেশে Basel-II বাস্তবায়নে কাজ চলছে পাশাপাশি Basel-III প্রবর্তনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সঙ্গতকারণে সেমিনারটির বিষয়বস্তু আমাদের জন্য অত্যন্ত সময়োপযোগী ও গুরুত্ববহ।

সেমিনারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল Excursion। ২৬ তারিখ আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জার্মানির আর এক শহর হেইডেলবার্গে। ৮০০ বছরের অধিক পুরনো এই শহরে আছে ৬১৮ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত (১৩৮৬ সালে) বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি। ১৫১৮ সালে এখানে মার্টিন লুথার তাঁর ৯৫টি থিসিসে বাইবেলের অনুবাদ করে ধর্মীয় সংস্কারের সূচনা করেছিলেন যা বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হয়। এখানে রয়েছে বিখ্যাত লাইব্রেরী- The Bibliotheka Palatina। হেইডেলবার্গ জার্মানির অলিখিত Intellectual capital হিসেবে পরিচিত। শিক্ষার পাদপীঠ হেইডেলবার্গকে জানা যাবে এ শহরের জনসংখ্যার গঠন দেখে। শহরের বর্তমান জনসংখ্যা ১৪০,০০০ যার মধ্যে ৩৪,০০০ জনের অধিক ছাত্র-ছাত্রী এবং গবেষক। ১৪০০ সালে নির্মিত Heiliggeistkirche (Church of the Holy Ghost) এর নির্মাণ শৈলী দেখে অভিভূত হতে হয়। কয়েকশত বছরের পুরনো দূর্গ,

অপরূপা হেইডেলবার্গ, জার্মানি

শহরঘেঁষা খরস্রোতা নদী (Neckar river), পাথর নির্মিত প্রাচীন ব্রীজ, চারদিকে অসংখ্য ছোট-বড় পাহাড় সব মিলিয়ে সত্যিই এক অপূর্ব Medieval Romantic শহর। সপ্তাহ ধরে ভালো একটা সময় কাটিয়ে ২৯ তারিখ দেশের উদ্দেশে জার্মানি ছেড়ে আসি।

এ প্রশিক্ষণ নিঃসন্দেহে আমার জ্ঞানের প্রসার ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। জার্মানি ভ্রমণ দেশটির বর্তমানের সাথে অতীতকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। হৃদয়কে আরো দিগন্ত প্রসারী এবং কর্মস্পৃহাকে আরো উজ্জীবিত করার এ শিক্ষা সত্যিই অনন্য।

■ *লেখক: জেডি, বিআরপিডি, প্র.কা.*

২০১৩ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

প্রিয়ম পারিয়াল
চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল

মাতা: জয়শ্রী পারিয়াল
পিতা: নির্মলেন্দু পারিয়াল
(ডিএম, চট্টগ্রাম অফিস)

মাহমুদুল হাছান মাহী
বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

মাতা: রহিমা বেগম
পিতা: আবু হাসান মোঃ এমরান
(ডিএম, চট্টগ্রাম অফিস)

মোঃ সাইদ হাসান
হাজী মুহাম্মদ মহসিন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

মাতা: শামসাদ বেগম
পিতা: মোঃ শাহজাহান মজুমদার
(ডিএম, চট্টগ্রাম অফিস)

সামিহা নুজহাত
ডাঃ খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

মাতা: ছলিমা বেগম
(ডিডি, চট্টগ্রাম অফিস)
পিতা: মোঃ আশরাফ উদ্দিন

মোঃ মেহরাব হোসেন রাফি
সরকারি মুসলিম হাই স্কুল, চট্টগ্রাম

মাতা: মারজাহান আকতার
পিতা: মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
(ডিডি, চট্টগ্রাম অফিস)

মোঃ নাজমুস সাদিক
খুলনা জিলা স্কুল

মাতা: কানিজ করিম কামরুন নাহার
পিতা: মোঃ রফিকুল ইসলাম-৩
(ডিএম, খুলনা অফিস)

সানজিদা ইসলাম দিসা
কম্পিউটার লিটল জুয়েল'স স্কুল, যশোর

মাতা: হামিদা ইসলাম
পিতা: মোঃ আমিরুল ইসলাম তরফদার
(ডিএম, খুলনা অফিস)

সুনন্দা চৌধুরী
ডাঃ খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

মাতা: কুমকুম চৌধুরী
পিতা: অসীম কুমার চৌধুরী
(জেডি, চট্টগ্রাম অফিস)

মোঃ নাইমুর রহমান
দারুন্নাজাত সিঃ কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা

মাতা: তাছলিমা আক্তার
পিতা: মোঃ মিজানুর রহমান
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

সামিহা তাহ্‌সিন
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

মাতা: নাজমুন নাহার
পিতা: মোঃ তাজরুল ইসলাম
(ডিডি, ডিআইডি, প্র.কা.)

আল-আরমানুর রহমান
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

মাতা: আলজেরিয়া রহমান
পিতা: ফরিদুর রহমান
(এডি, এফআরটিএমডি, প্র.কা.)

মোছাঃ জিনিয়া আশরাফ (আদৃতা)
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ

মাতা: মোছাঃ রাবিয়া সুলতানা
পিতা: মোঃ আশরাফুল ইসলাম
(ডিডি, মতিঝিল অফিস)

মেধাবী মুখ

সুমনা শারমিন আদ্-দ্বীন উইমেনস মেডিকেল কলেজ, ঢাকা হতে ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত এমবিবিএস ফাইনাল প্রফেশনাল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। সুমনা শারমিন বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের উপমহাব্যবস্থাপক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবদুর রহমান মজুমদার এবং মান্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মনোয়ারা মজুমদারের কন্যা।

২০১৩ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

মোঃ তাহ্‌মিদ ইমতিয়াজ (রিফাত)
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

মাতা: শরিফা বেগম
পিতা: মোঃ হারুন-অর-রশীদ-২
(ডিডি, ইএমডি, প্র.কা.)

এহ্‌তেশামুল বিভান
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: মোছাঃ হালিমা বেগম (লিপি)
পিতা: মোঃ আতোয়ার হোসেন প্রধান
(জেডি, ডিবিআই-৪, প্র.কা.)

মোঃ শাকিল
মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

মাতা: শিউলী আক্তার
পিতা: মোঃ আবু শহীদ
(ডিএম, সদরঘাট অফিস)

মাঈশা ফারজানা (মম)
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

মাতা: ফরিদা আজিজ স্বর্ণা
পিতা: মোহাম্মদ মুক্তার হোসেন
(ডিইসিও, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগ, প্র.কা.)

ব্যাংক ব্যবস্থার ধারণা

ব্যাংকে কীভাবে হিসাব খোলা যায়

বাণিজ্যিক ব্যাংকের যে কোনো শাখা থেকে হিসাব খোলার ফরম সংগ্রহ করে তা প্রথমেই পূরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে পরিচিতির জন্য একই ব্যাংকের অন্য একজন গ্রাহককেও ফরমে সই করতে হবে। ফরম পূরণ হয়ে গেলে ব্যাংক নতুন গ্রাহকের নামে হিসাব খুলতে পারে।

হিসাব খোলার পর গ্রাহক তার হিসাবে টাকা বা চেক জমা দিতে পারেন। আবার চেক দিয়ে ওই হিসাব থেকে টাকা তুলতেও পারেন।

ব্যাংক থেকে কীভাবে ঋণ নেওয়া যায়

যে কোনো গ্রাহক তার প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে কী কারণে তিনি ঋণ নিতে চান, ঋণের বিপরীতে কী জামানত থাকবে তার সুদসহ ঋণের টাকা তিনি কীভাবে ফেরত দেবেন, এগুলো ব্যাংককে লিখে জানাতে হয়। ব্যাংকের কাছে এসব প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে হলে ব্যাংক গ্রাহককে ঋণ দেয়।

যারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আর ফেরত দেয় না, তাদের বলে ঋণখেলাপি। ঋণখেলাপিদের কোনো ব্যাংকই আর ঋণ দেয় না।

আমদানি ও রফতানিতে ব্যাংক কী করে ?

বর্তমানে পৃথিবীর কোনো দেশই স্বনির্ভর নয়, সবাই নিজেদের প্রয়োজনে একে অপরের ওপর নির্ভর করে। আগের দিনে যেমন একজন লোক তার পণ্য নিয়ে বা বিক্রি করে অন্যের পণ্য কিনে নিত, এখনও তেমনি এক দেশ আর এক দেশের পণ্য কিনে নেয়। এভাবে বিদেশ থেকে নানা জিনিসপত্র কিনে আনার নাম আমদানি। আবার নিজ দেশের জিনিসপত্র বিদেশে বিক্রয় করার নাম রফতানি। আমদানি এবং রফতানি– এ দুটো ক্ষেত্রেই ক্রেতা এবং বিক্রেতার কিছু সমস্যা থাকে। কারণ এরা দুপক্ষ একজন আর একজনের সঙ্গে পরিচিত নয়। কেবল চিঠিপত্র লিখে, ই-মেইলে যোগাযোগ করে বা ফোনে কথা বলে জিনিসের দামদর ঠিক করা গেলেও দাম পরিশোধ করার ঝামেলা থেকেই যায়। আর এক্ষেত্রে নিজ দেশের টাকা অন্য দেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে এমন কোনো দেশের টাকাকে বেছে নিতে হবে যা পণ্যবিক্রেতার কাছে গ্রহণযোগ্য। সাধারণত আমেরিকার ডলার, যুক্তরাজ্যের পাউন্ড-স্টার্লিং, জাপানের ইয়েন বা ইউরোপের অনেকগুলো দেশের ইউরো সবাই গ্রহণ করেন। কিন্তু কথা হল, ক্রেতা তো বিক্রেতাকে চেনে না। তাহলে এসব মুদ্রা বিক্রেতার হাতে পৌঁছানোর উপায় কী ? আর এসব বিদেশি মুদ্রা ক্রেতা পাবেই-বা কোথায় ? এক্ষেত্রে বিদেশের সঙ্গে আমদানি বা রফতানির ক্ষেত্রে ব্যাংক উভয়পক্ষকে সাহায্য করে। আমদানিকারকের ব্যাংক রফতানিকারকের ব্যাংককে একটা প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যদি রফতানিকারক জিনিসপত্র আমদানিকারকের নামে পাঠায় তাহলে ব্যাংক তার মূল্য দিয়ে দেবে। এক্ষেত্রে জিনিসপত্র কেবল জাহাজে উঠিয়ে দিলেই ব্যাংক টাকা দিয়ে দেয়। ব্যাংকের এরকম প্রতিশ্রুতিপত্রের নাম লেটার অব ক্রেডিট বা এলসি।

ধরা যাক, বাংলাদেশের সুবলকুমার নরওয়ের হ্যানির কাছে একহাজার শার্ট বিক্রি করছেন। তখন হ্যানির ব্যাংক সুবলকুমারের ব্যাংকের কাছে লেটার অব ক্রেডিট পাঠাবে। আর এটি হাতে পেয়ে সুবলকুমার যখন শার্টগুলো চট্টগ্রাম বন্দরে নিয়ে গিয়ে জাহাজে তুলে দেবেন তখনই তার ব্যাংক তাকে টাকা দিয়ে দেবে। এভাবেই বিদেশের সঙ্গে আমদানি-রফতানির ব্যবসা হয়ে থাকে।

পয়সার খাঁজ কেন কাটা হল ?

আমরা জানি, আজ আমরা বাজারে যে রকম টাকা দেখছি, এক সময় তা ছিল না। বহু বছর ধরে ধীরে ধীরে উন্নত হয়ে টাকা আজকের অবস্থায় এসেছে। এক সময় সোনা ও রুপা দিয়ে টাকা বানানো হতো।

সেই সোনারুপার টাকা বাজারে ছাড়ার সময়কার গল্প এটি।

সোনা ও রুপা তখনও ছিল খুব দামি ধাতু। সবাই এটি পেতে চায়। তাই রাজা সোনা ও রুপার পাত কেটে টুকরো টুকরো করে এগুলোকে টাকা হিসেবে বাজারে ছাড়লেন।

আজকাল যেমন কিছু দুষ্ট লোক টাকা জাল বা নকল করে তখনও তেমন দুষ্ট লোক ছিল। তারাও টাকা নকল করত। টাকা নকল করা তখনও ছিল বড় অপরাধ। এ অপরাধে এখন যেমন কঠিন শাস্তি হয়, তখনও এ রকম কঠিন শাস্তি হতো।

সে আমলে দুষ্ট লোকেরা সোনারুপার সঙ্গে খাদ মিশিয়ে নকল টাকা বানাত। ধরা যাক, প্রতিটি টাকা ১০ গ্রাম সোনা দিয়ে বানিয়ে রাজা বাজারে ছাড়লেন। নকলকারী ৭ গ্রাম সোনা আর ৩০ গ্রাম খাদ দিয়ে অবিকল টাকা বানিয়ে বাজারে ছেড়ে দিল। এতে তাদের ৩ গ্রাম সোনার দাম লাভ হয়ে গেল। এভাবে নকল হতে হতে ক্রমে খাদের পরিমাণই বেশি হয়ে দাড়াল।

রাজা দেখলেন মহাবিপদ। তিনি ভাবলেন, টাকার এক পিঠে কোনো ছবি বা চিহ্ন এঁকে দেবেন। তাহলে হয়তো নকলবাজরা একটু বেকায়দার পড়বে।

তাই শুরু হল। টাকার এক পিঠে নক্শা আঁকার ব্যবস্থা হল। এবার চতুর লোকেরা বের করল নতুন বুদ্ধি। টাকা যে পিঠে নকশা আঁকা নেই, সেই পিঠ থেকে কিছুটা অংশ চেঁচে নিয়ে তারা টাকার ওজন কমাতে লাগল। ফলে বাজারে প্রকৃত ওজনের টাকা পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

বিষয়টি আবারও রাজাকে জানানো হল। রাজা এবার ওই চতুর লোকদের ধরে এনে বিচার করতে লাগলেন। কিন্তু কে সোনার টাকার পিঠ চেঁচেছে, তা ধরা সম্ভব হল না।

অগত্যা রাজা আদেশ দিলেন, এখন থেকে টাকার দুপিঠেই নক্শা এঁকে দেওয়া হোক। শুরু হল টাকার দুপিঠেই নানারকম নক্শা আঁকার পালা।

চতুর লোকেরা কিন্তু এবারও বসে রইল না। তারা টাকার চারপাশ চেঁচে যে সামান্য সোনা পাওয়া যায়, তা-ই চুরি করা শুরু করল। এক সময় দেখা গেল, প্রকৃত ওজনের টাকা নিতেও লোকেরা অস্বীকার করছে।

টাকার অভাবে মানুষের কেনাকাটা, ব্যবসাবাণিজ্য আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সমাজের মানী লোকেরা ক্ষয়ে যাওয়া টাকার নমুনা নিয়ে এবার রাজদরবারে হাজির হলেন। তারা সবকিছু রাজাকে বললেন। রাজাও টাকাগুলো ওজন করে দেখলেন সত্যিই সেগুলো ওজনে কম।

এখন কী করা যায় ? রাজা আবারও দোষী লোকদের ধরে আনতে বললেন, কিন্তু রাজ্য জুড়ে কত লোক। কে টাকার চারপাশ চেঁচেছে, কে তা বলবে ?

রাজা ভয়ানক দুশ্চিন্তায় পড়লেন। তখন এক মন্ত্রী একটা বুদ্ধি দিলেন। বুদ্ধিটা হল, টাকার চারপাশে খাঁজ কেটে দিতে হবে। টাকা নেওয়ার আগে খাঁজকাটা আছে কি না লোকেরা তা পরখ করে তারপর টাকা নেবে।

সেই থেকে আজও পয়সার বা ধাতব মুদ্রার চারপাশে খাঁজকাটা হয়ে আসছে।

উৎকৃষ্ট টাকা যায় কোথায় ?

ইংল্যান্ডে একসময় টিউটর বংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। তাঁরা বাজারে নানা রকম টাকা ছেড়েছিলেন। এগুলোর বেশির ভাগই ছিল নিকৃষ্ট শ্রেণির টাকা।

টিউটর বংশের পর রানি প্রথম এলিজাবেথ ক্ষমতায় এলেন। তিনি খেয়াল করলেন যে, বাজারে প্রচলিত টাকা খুবই নিম্নমানের। তাই তিনি বাজারে উৎকৃষ্ট মানের টাকা ছাড়লেন। তিনি চাইলেন, বাজারে যেন নিকৃষ্ট টাকা না থাকে।

দেখা গেল, রানি নতুন উৎকৃষ্ট টাকা বাজারে ছাড়লেও সেগুলো বাজারে থাকে না। নতুন টাকাগুলো উধাও হয়ে যায়।

রানি বড় চিন্তায় পড়লেন। এক সময় রাগও করলেন। এত এত নতুন টাকা বাজারে দেওয়া হল, সেগুলো গেল কোথায় ? তিনি স্যার টমাস গ্রেসামকে বিষয়টির ওপর গবেষণা করে জানতে বললেন। গ্রেসাম ছিলেন রানির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। গ্রেসামসাহেব বিষয়টি নিয়ে অনেক ভাবলেন। বাজারে বাজারে ঘুরে তথ্য নিলেন কোথায় যায় এই নতুন ও উৎকৃষ্ট টাকা ?

শেষে তিনি বিষয়টি বুঝতে পারলেন। তিনি দেখলেন, কেউ বাজারে গিয়ে যদি কোনো কিছু কেনে তাহলে দোকানিকে পুরোনো টাকাটা দেয়। আর নতুন টাকাটা পকেটে রাখে। ফলে বাজারে কেবল পুরোনো টাকাই চলতে থাকে।

আবার যারা মুদ্রা বা পয়সা গলিয়ে ফেলে তারা নতুন মুদ্রাগুলোই গলায়। কারণ নতুন মুদ্রায় ধাতুর পরিমাণ বেশি থাকে। আবার বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে বিদেশিরা নিকৃষ্ট টাকা নিতে চায় না বলে তাদের নতুন ও উৎকৃষ্ট টাকা দিতে হয়।

এসব কারণে রানি এলিজাবেথ বহু চেষ্টা করেও বাজারে নতুন ও উৎকৃষ্ট টাকা দেখতে পাননি।

■ পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক

তথ্য ও উপাত্ত

মাথাপিছু গড় আয় (মার্কিন ডলার)
২০১২ সালে ৮৪০ মার্কিন ডলার
*২০১৩ সালে ১০৪৪ মার্কিন ডলার**

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০ মে ২০১৩ : ১৪৩৯৯.৬২
২০ মে ২০১৪ : ২০০৩২.৫০

রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
এপ্রিল ২০১৩ : ২০৭৯.১৫
জুলাই-এপ্রিল ২০১২-১৩ : ২১৭৮৩.০৯
এপ্রিল ২০১৪ : ২৪১১.৭৩
জুলাই-এপ্রিল ২০১৩-১৪ : ২৪৬৫৪.৩৯

প্রবাসী আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
এপ্রিল ২০১৩ : ১১৯৪.৪০
জুলাই-এপ্রিল ২০১২-১৩ : ১২৩১৫.৭৫
এপ্রিল ২০১৪ : ১২৩২.৪১
জুলাই-এপ্রিল ২০১৩-১৪ : ১১৭২৭.১৪

ঋণপত্র (এলসি) খোলা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
মার্চ ২০১৩ : ৩৪৮৭.৫০
জুলাই-মার্চ ২০১২-১৩ : ২৬৬৩৯.৫৫
মার্চ ২০১৪ : ৩৭১২.৭২
জুলাই-মার্চ ২০১৩-১৪ : ২৯৬৯১.৩২

ব্রড মানি (M_2) স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)
মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত : ৫৭৯১.০৯
মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত : ৬৬৭৭.১০

'আলোকসজ্জা' *আলোকচিত্রী : শাহরিয়ার আহমেদ তুষার , ডিডি, সিবিএসপি*

বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ

বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল। ১৯৬১ সালে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তান শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের পড়ালেখার সুবিধার্থে তৎকালীন মতিঝিল কর্মচারী নিবাসের একটি বাসার নিচতলায় স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান প্রিপারেটরি স্কুল স্থাপিত হয়।

এই বিদ্যালয়টি ঢাকা জেলার স্বনামধন্য আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি। ঢাকার বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই বিদ্যালয়টি স্ব-মহিমায় ভাস্বর। বিদ্যালয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ও সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় আধুনিক, সৃজনশীল শিক্ষায় প্রশিক্ষিত অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত। ম্যানেজিং কমিটির বর্তমান সভাপতি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক এ.এন.এম. আবুল কাশেমের কৌশলী দিক নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান, যুগোপযোগী পরামর্শ এবং স্কুলের শিক্ষকদের নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুশৃঙ্খল, দক্ষ ও ভবিষ্যতের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত আছে। এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়টির বর্তমান প্রধান শিক্ষক ও সচিবের দায়িত্বে আছেন মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে সর্বসাধারণের জন্যেও শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। এতে দু'টি শাখা খোলা হয়েছে। প্রভাতী শাখা (বালিকা) নার্সারি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ও দিবা শাখা (বালক) তৃতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। দু'টি শাখা মিলে বর্তমানে ৮০০ ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে।

নিজস্ব জমিতে নির্মিত ভবনে প্রশস্ত শ্রেণি কক্ষ ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ রয়েছে বিদ্যালয়টির। সম্পূর্ণ রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত, স্বাস্থ্যকর, কোলাহলমুক্ত, নিরিবিলি ও সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা আছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের সুশৃঙ্খল ও সময়নিষ্ঠ করে গড়ে তোলার জন্য সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়। আধুনিক যুগোপযোগী পরিকল্পিত পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে পাঠদান পরিচালিত হয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

আধুনিক জীবনযাত্রা তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর। তথ্য প্রযুক্তির একটি প্রায়োগিক দিক হচ্ছে ইন্টারনেট। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের টিউশন ফি ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রী/অভিভাবকগণ নির্ধারিত ব্যাংকের যে কোনো শাখায় অনলাইনে টিউশন ফি জমা দেয়ার সুযোগ গ্রহণ করছে।

গ্লোবালাইজেশনের যুগে সমগ্র পৃথিবী এখন হাতের মুঠোয় এসেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাদের পরিচয় ও কর্মকাণ্ড সহজেই মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষও বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়ের নামে ওয়েবসাইট খোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয় একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ হিসেবে দেশের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রযুক্তিতে দক্ষ, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

প্রধান শিক্ষক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।